**ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা, ২৮ কর্মীকে বহিষ্কার করল গুগল**

সারে-জমিন

**চা চক্রে প্রচারে নওশাদ**

রূপসী বাংলা

**বাবা রামদেব: কর্পোরেট যোগী**

সম্পাদকীয়

**অধীরের হাত ধরে মনোনয়ন জমা দিলেন মুহাম্মদ সেলিম**

সাধারণ

**আহমেদাবাদে গুজরাতকে গুঁড়িয়ে দিল্লির রেকর্ড জয়**

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
১৯ এপ্রিল, ২০২৪
৬ বৈশাখ ১৪৩১
৯ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 106 ■ Daily APONZONE ■ 19 April 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


**প্রথম নজর**

## আজ রাজ্যের তিন আসনে লোকসভা ভোট

**আপনজন ডেস্ক:** আজ শুক্রবার শুরু হচ্ছে দেশের অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। লোকসভার ৫৪৩টি আসনে এ ভোট নেওয়া হবে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৪২টি আসন রয়েছে। আর এবার নির্বাচন হচ্ছে সাত দফায়। আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম দফার নির্বাচন হচ্ছে লোকসভার তিনটি আসনে। আসন তিনটি হল কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার আসন। আর গোটা দেশের ২৮টি রাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে কাল নির্বাচন হচ্ছে ১৭টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০২টি আসনে। একই সঙ্গে কাল আরও নির্বাচন হচ্ছে অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যের বিধানসভার ৬০টি এবং সিকিমের ৩২টি আসনে। পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারে তৃণমূলের হয়ে লড়ছেন জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক, কংগ্রেসের পিয়া রায় চৌধুরী এবং বামফ্রন্টের শরিক ফরোয়ার্ড ব্লকের নীতীশ চন্দ্র রায়। রয়েছে অন্য ছোটখাটো দল ও নির্দল প্রার্থীরাও। জলপাইগুড়ি আসনে লড়ছেন তৃণমূলের নির্মল চন্দ্র রায়, বিজেপির জয়ন্ত কুমার রায়, বামফ্রন্টের সিপিএম প্রার্থী দেবরাজ বর্মণ। রয়েছে অন্যান্য দল ও নির্দলপ্রার্থীরা।আলিপুরদুয়ার আসনে লড়ছেন তৃণমূলের প্রকাশ চিক বরাইক, বিজেপির মনোজ টিগ্গা, বামফ্রন্টের মিলি ওঁরাওসহ অন্যান্য ছোট দল নির্দল প্রার্থীরা। শুক্রবার সকাল ৭টা থেকে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এই তিনটি কেন্দ্রের জন্য মোট ২৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও এই তিন কেন্দ্রের জন্য নির্বাচন কমিশন মোট ১০ হাজার কর্মী মোতায়েন করেছে। রয়েছে রাজ্য পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীও।

## ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘুদের জন্য বাজেটে সাব প্ল্যান চালু করবে বামেরা

**আপনজন ডেস্ক:** বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলেন রাজ্য বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। এই ইস্তেহারে বামফ্রন্ট দাবি করেছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারে বিকল্প হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার। বামফ্রন্টের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তন এনে জনগণের স্বার্থবাহী বিকল্প নীতি রূপায়ণে বামপন্থীরা জনগণের সামনে বিকল্প নীতি পেশ করছে। কারণ বামপন্থীরাই হল প্রকৃত বিকল্প সরকার। ইস্তেহারে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি হিসেবে কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লক্ষ লক্ষ শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ সহ সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় সংখ্যালঘু কমিশনকে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া, সংখ্যালঘুদের জন্য বাজেটে সাব-প্ল্যান চালু করা, সংখ্যালঘু অংশের স্বনিযুক্তি প্রকল্পে যথাযথ ঋণ দান, তফসিলি জাতি- দলিত- আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা করা প্রভৃতি।

# বিজেপি হারবে, ‘ইন্ডিয়া’র নেতৃত্ব দেবে বাংলা: মমতা

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** ‘বিজেপি হারবে ও ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব বাংলা থেকে গিয়ে আমরাই দেব। বিজেপির সাথে লড়বার হিম্মত বাংলা রাখে আর কেউ রাখেনা। তাই এক একটা সিট ভালো করে জেতাতে হবে, প্রত্যেকটা সিট গুরুত্বপূর্ণ।’ বৃহস্পতিবার বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে প্রচারে এসে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ সানান তৃণমূল সুপ্রিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘কখনো সিবিআই, কখনো এনআইএ, কখনো ইনকাম ট্যাক্স আর বিজেপি এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বর্ডারে গেলেই বিএসএফ গুলি করে মারছে! গুলি করে মারার কোন অধিকার বিএসএফের নেই। যদি কেউ ধরা পড়ে, তাহলে পুলিশের হাতে তুলে দেবে। আপনি গুলি করার কে? তিনি আরো বলেন, ‘বিনা পয়সায় রেশন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ঐক্যশ্রী,কৃষক বন্ধু প্রকল্পের ভাতা এগুলো সবই চলছে এবং চলবে। শুধু একটা কাজ করতে হবে বিজেপিকে ভারত বর্ষ থেকে বিদায় দিতে হবে।’ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘বিরোধী দেখলেই জেলে ভরছে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় জায়গা এখন জেল। ফের ক্ষমতায় এলে

নির্বাচন বলে আর কিছু থাকবে না। বিরোধীদের সবাইকে জেলে ভরে বিজেপি ভোট ব্যবস্থাটাকেই তুলে দেবে। সিপিএম-কংগ্রেসকে উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন ‘সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি হল জগাই-মাধাই-গদাই। ওদের একটা ভোটও দেবেন না। সিপিএম-কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে বিজেপির হাত শক্ত করা। ওরা পঞ্চায়েতে একসঙ্গে কাজ করে। বিধানসভায় একসঙ্গে কাজ করে। বাংলায় একসঙ্গে কাজ করে। কেরলে কংগ্রেস- সিপিএমে লড়াই। আর বাংলায় কংগ্রেস-সিপিএম ভাই ভাই। কী দোস্তি! কোথাও দোস্তি, কোথাও মস্তি। আমরা এ সব করি না।’

এনআসি ও সিএএ প্রসঙ্গে বলেন, ‘ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসলে এনআরসি করতে দেবো না, সিএএ করতে দেব না।গরিব মানুষ যখন ১০০ দিনের টাকা পায়নি অভিষেক রা গিয়েছিল দিল্লিতে। তাঁদেরকে পুলিশ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।’ এদিন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের হরিরামপুর হাসপাতাল মাঠে সভা স্থলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, ইটাহার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মোশারফ হোসেন সহ আরো অনেকে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী রায়গঞ্জে অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি রাজ্যে রামনবমী উদযাপনের সময় সহিংসতায় উস্কানি দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় হিংসার ঘটনাকে ‘পূর্বপরিকল্পিত’ বলে দাবি করে মমতা লোকসভা ভোটের আগে এই হিংসার পেছনে গেরুয়া শিবির রয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

# বিজেপি দেশে অশান্তি ছড়াচ্ছে: রাহুল গান্ধি

**আপনজন ডেস্ক:** কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বৃহস্পতিবার বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেছেন, বিজেপি দেশে সম্প্রীতি বিনষ্ট করছে এবং এর ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করছে।

কেরলের কান্নুরে বিশাল নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাহুল বলেন, বিজেপি দেশের বৈচিত্র্য বদলানোর চেষ্টা করছে, অথচ কংগ্রেস মানুষের বৈচিত্র্যক্যে ধরে রাখতে চাইছে।রাহুল বলেন, আসন্ন নির্বাচন সম্ভবত দেশের আধুনিক ইতিহাসে প্রথম নির্বাচন হতে চলেছে যা ভারতের সংবিধান এবং আমাদের জাতির গণতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কিত।

তিনি বলেন, ভারতে বিজেপি আজ যা করার চেষ্টা করছে, কোনও রাজনৈতিক দলই তা করেনি। সংবিধান আধুনিক ভারতের ভিত্তি। এটাই আমাদের জনগণকে সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ দেয়। আর আমাদের সংবিধান আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্বারা সুরক্ষিত। তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, সিবিআই, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি সংবিধান এবং ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারের রক্ষক

হওয়ার কথা। রাহুল বলেন, এই প্রতিষ্ঠানগুলি করায়ত্ত কর, ইডি এবং সিবিআইকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে বিজেপি আমাদের দেশের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে চাইছে। কংগ্রেস এবং ইউডিএফ ভারতের বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে। আমরা সকল মানুষের বহুবিধ ভাষা, ঐতিহ্য, বিভিন্ন ইতিহাস এবং অভিব্যক্তি গ্রহণ করি। বিজেপি ভারতের জনগণের ওপর এক ইতিহাস, এক জাতি, এক ভাষা চাপিয়ে দিতে চায়। তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপি দেশের বৈচিত্র্য পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে এবং তাদের সময় “নষ্ট” করছে। তিনি বলেন, প্রথমত, এটা (বৈচিত্র্য) কখনো পরিবর্তন করা যায় না। আপনি আপনার সময় নষ্ট করছেন। কিন্তু সবথেকে বড় কথা, আপনারা ভারতীয় জনসাধারণের শক্তিরও অপচয় করছেন। বিজেপি সম্প্রীতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করছে।


জামিয়াতুস্ সুন্নাহ্ বেনা
একটি আদর্শ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভর্তি চলছে

আবাসিক
অনাবাসিক

মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্যঃ
- আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে নূরানী তাখতী ও কুরআন মাশক্ব করানোর ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বাংলা, ইংরেজী ও গণিত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব।
- ছাত্রদের উত্তম চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি।
- ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা পর্যবেক্ষণ।

আমাদের বিভাগ সমূহঃ
- নূরানী বিভাগ
- নাযেরা বিভাগ
- হিফয্ বিভাগ
- জেনারেল বিভাগ

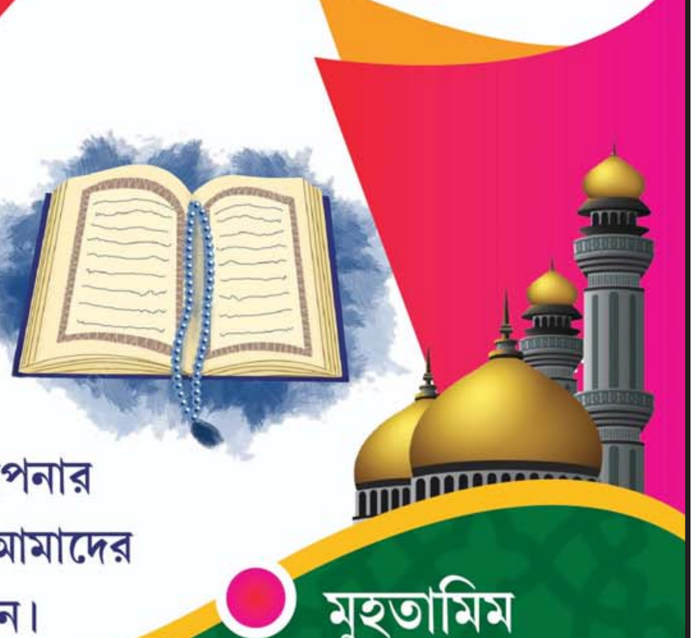

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে আপনার সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

মুহতামিম
ক্বারী রফিকুল ইসলাম ক্বাসিমী
+91 8001114478

উত্তর বেনা, বাদুড়িয়া
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ



চাঁদপুর আলিয়া একাডেমি ফর বয়েজ (উঃ মাঃ)

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রম অনুসারে পরিচালিত এবং ইসলামিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক মানের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পো: চাঁদপুর, বেড়াচাঁপা-হাবড়া রোড, থানা ও ব্লক: দেগঙ্গা, উ: ২৪ পরগনা
Mob: 9830367606/7980529973/7602225102
Website - www.chandpuraliaacademy.org

বয়েজ ক্যাম্পাস

একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে ভর্তি চলছে

■ একাদশ শ্রেণিতে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে উন্নততর শিক্ষা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা। ■ ডিজিটাল ক্লাসরুমে অত্যাধুনিক মানের টিচিং, লার্নিং অ্যাপস-এর মাধ্যমে অডিও-ভিসুয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা। ■ প্রতি মাসে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস এবং মান্থলি টেস্ট-এর ব্যবস্থা। ■ একাদশ শ্রেণিতে ও NEET-UG-2025 কোর্সে ভর্তির জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে আবেদন করুন।

আমাদের পরিষেবা

“ডাক্তার” হওয়ার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে প্রস্তুতি
তৃতীয় বর্ষের আবাসিক ব্যাচে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

আসন সংখ্যা সীমিত

Start Your...
NEET-UG 2025
PREPARATION EARLY

- অভিজ্ঞ ডাক্তার ও অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে ৬০০ ঘণ্টা ক্লাস (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি বিষয়ে)।
- শিক্ষার্থীদের মনোসংযোগের লক্ষ্যে মোটিভেশনাল সেমিনার এবং প্রতিমাসে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাসের ব্যবস্থা।
- তিনমাস পর থেকে প্রতি সপ্তাহে মক টেস্ট সহ দায়িত্বশীল ইনচার্জের তত্ত্বাবধানে সার্বিক সুবিধাজনক পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা।
- ডিজিটাল ক্লাসরুম ও সায়েন্স ল্যাবের ব্যবস্থা।
- ইনস্টলমেন্ট-এর মাধ্যমে কোর্স ফি প্রদানের ব্যবস্থা।
- ফ্রেশার ও রিপিটার উভয়ের জন্য বিশেষ স্কলারশিপ-এর ব্যবস্থা।
- NEET-UG স্টুডেন্টদের প্রতি সপ্তাহে মক টেস্টের ব্যবস্থা।

পূর্ববর্তী বছরের NEET-UG-এর সাফল্যের খতিয়ান ২০২২ সালে ১০ জনের মধ্যে ৩ জন এবং ২০২৩ সালে ১৪ জনের মধ্যে ৪ জন সফল হয়েছে।

একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের স্পট অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে এবং পরীক্ষায় সফল ছাত্রদের ভর্তি ফি 12,000 টাকা এবং মাসিক 3,000 টাকা (মোট-48,000/-)

NEET-UG আবাসিক ছাত্রদের ভর্তি ফি 20,000/- টাকা এবং বাকি কোর্স ফি 40,000/- টাকা (মোট-60,000/-)
NEET-UG-এর ক্ষেত্রে কোর্স ফি বাবদ টাকা দু'টি ইনস্টলমেন্ট করা যাবে।

আবাসিক শিক্ষক চাই
বাংলা, ইংরেজি, অংক, জীবন বিজ্ঞান বিষয়সহ একজন মাওলানা আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ফটোসহ বায়োডাটা পাঠান আগামী ২৩ শে এপ্রিল এর মধ্যে। হোয়াটসঅ্যাপ করুন— 9830367606.

সম্পাদক
ফিরোজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফী

-ঃঃ পথনির্দেশ ঃঃ-
বনগাঁ ও শিয়ালদা থেকে হাবড়া স্টেশনে নেমে বেড়াচাঁপাগামী ট্রেকারে সরাসরি চাঁদপুর মিশন এবং ধর্মতলা ও হাসনাবাদ বসিরহাট থেকে টাকি রোডে বেড়াচাঁপা চৌমাথা নেমে ট্রেকার ও অটোয় সরাসরি চাঁদপুর।

সভাপতি
ডা. আজিজার রহমান

## প্রথম নজর

# তীব্র দহনে স্কুল, মাদ্রাসায় ছুটি ঘোষণায় নির্দেশিকা

**আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা**

**আপনজন:** প্রবল দহনের জেরে গরমের ছুটি এগিয়ে আনছে রাজ্য সরকার। ৬ মে থেকে রাজ্য সরকারের অধীনস্থ স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি পড়ার কথা ছিল। কিন্তু গত কয়েক দিনের অসহ্য গরম এবং তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি দেখে সরকারের সিদ্ধান্ত, ওই স্কুলগুলিতে (দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পঙের পাহাড়ি এলাকা বাদে) ছুটি পড়ে যাবে আগামী সোমবার থেকেই। বেসরকারি স্কুলগুলিকেও গরমের ছুটি এগিয়ে আনার বিষয়ে অনুরোধ করেছে রাজ্য সরকার। আগামী ২২ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে মাদ্রাসা ও স্কুলগুলিতে। স্কুল কবে খুলবে, তা পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।
বৃহস্পতিবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এই বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে।
তবে অন্য বছরের মতোই দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পঙের পাহাড়ি এলাকার স্কুলে গরমের ছুটির এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে না। উল্লেখ্য, সারা বছরের ছুটির যে তালিকা প্রকাশ করে রাজ্য, সেখানে গরমের ছুটি ছিল ৯ মে থেকে ২০ মে। এপ্রিলের শুরুতে তীব্র গরম পড়ায় ৬ মে ছুটি এগিয়ে আসে। স্কুল খোলার কথা বলা হয় ২ জুন। তার পরে পরিস্থিতি বুঝে আরও এগিয়ে আনেন অনেকখানি।

# সংখ্যালঘু প্রধান ইন্দাসে মিছিল মিটিং, জোর প্রচার সুজাতার

**আর এ মণ্ডল ● ইন্দাস**

**আপনজন:** বাঁকুড়া জেলার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে বিষ্ণুপুর একটি। বিগত নির্বাচনে দুইটি সিটই হারাতে হয় রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসকে। সম্প্রতি ১৬ এপ্রিল গ্রীষ্মের তীব্র দাব দাহনকে উপেক্ষা করে সংখ্যালঘূ প্রধান এলাকা ইন্দাস ব্লক কমিটির উদ্যোগে এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও কর্মীদের সহায়তায় অনুষ্ঠিত হল দিনভর পথ যাত্রা,পথ সভা। রাস্তার দুই পাশে হাজারো মানুষের ভিড়ে সুজাতা মণ্ডল বিনম্রভাবে সবার মাঝে নিজেকে সেবিকা হিসাবেই তুলে ধরেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের খতিয়ান সহ সংগ্রামী নেত্রীর জনপ্রিয়তার কারণ সমূহও সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করে সকলের মন জয় করেন। রোড-শো-র গাড়িতে / চলার পথে প্রার্থীর পাশে ছিলেন ইন্দাস ব্লক কমিটির সভাপতি সেখ হামিদ,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত, কর্মাধ্যক্ষ মোল্লা নাসের আলি ও বিশিষ্ট সক্রিয় কর্মী আতাউল সাহেব প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃত্বগণ।
এছাড়াও অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাংগঠনিক কর্মী ও সদস্যগণ ছিলেন পথের সাথী।
তবে অরাজনৈতিক বেশ কিছু ব্যক্তিত্বের মন্তব্য থেকে উঠে আসে 'এ লড়াই দেখার মতো। এই যে, বিদায়ী সাংসদ সৌমিত্র খাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল বিষ্ণুপুর লোকসভার প্রার্থী তাঁর লড়াই হবে তাঁরই প্রাক্তন স্বামী বি জে পি-র সৌমিত্র খাঁর সাথে। সম্মুখ সমরটা শুধুই জোরদার নয়, মজাদারও বটে। কারণ বিগত নির্বাচনে তৎকালীন স্বামীর (সৌমিত্র খাঁর) জন্য জান লড়িয়ে দেওয়া সুজাতা মণ্ডল ছিলেন প্রচারের পুরো ভাগে। আর এখন তো টি এম সি-র সুজাতা মণ্ডল বনাম বিজেপি-র সৌমিত্র খাঁর আমনা সামনি দ্বন্দ্ব। ইন্দাস ব্লক কমিটির সভাপতি সেখ হামিদের দৃঢ় প্রত্যয় জয় তাদের অনিবার্য। অবশ্য ফল প্রকাশেই ভাগ্য নির্ধারিত হবে জয় পরাজয়। সেটাই ভবিতব্য।

# পানীয় জলের সমস্যা না মিটলে ভোট প্রদানে বিরত থাকার হুঁশিয়ারি গ্রামবাসীর

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** বর্তমানে যেভাবে তাপপ্রবাহ চলছে সেই জাগায় দাড়িয়ে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছে একটি গ্রাম এমনি ঘটনার খবর উঠে আসছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের জলঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়কৃষ্ণপুর দেবনাথ পাড়া গ্রামে।গ্রামবাসীদের দাবি রমজান মাসের শুরুতে পি এইচ ই পানীয় জলের লাইন বন্ধ করে দিয়েছে।
নতুন ভাবে কাজ শুরু করার নাম করে কিন্তু সেই কাজ আজও শুরু করতে পারেনি অথচ জল সরবরাহ করা বন্ধ রয়েছে।আর গোটা গ্রাম আর্সেনিক যুক্ত তাই বাড়ির টিউবাইলের জল খাওয়া যায়না, একমাত্র সরকারি পানীয় জলের উপর ভরসা করে থাকে গোটা গ্রামের মানুষ।গত দুই মাস থেকে অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছে গ্রামের মানুষ। পুরো গ্রামের মধ্য একটি সজলধারা রয়েছে সেটাও আবার স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য । আর সেই স্কুলের সজলধারার উপর নির্ভরশীল গ্রামের মানুষ।সকাল সন্ধ্যা লম্বা লাইন পড়ে জল নিতে গ্রামের মানুষের ।
এই ঘটনায় গ্রামের মহিলারা জানান যদি বেঁচেই না থাকি তাহলে ভোট কিভাবে দেবো। বাঁচার জন্য জলের প্রয়োজন আর সেই জল পাচ্ছি না তাই আগে জল তার পরে ভোট এই ভাবে ক্ষোভ উগরে দিলেন

অনেকেই। গ্রামের এক গৃহবধূ অসীমা হালদার বলেন আগের মত বাড়ি বাড়ি ট্যাপ কল চালু করা হোক নইলে অনেকের সমস্যা হচ্ছে দিনে দুই থেকে তিনবার করে জল নিতে আস্তে হচ্ছে।গ্রামের আরও এক গৃহবধূ লেকজান বিবি বলেন আমাদের বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই সকলে বাইরে কাজে গিয়েছে এই পরিস্থিতিতে কিভাবে জল কিনে খাবো,তেমন অর্থের সামর্থ্য নেই যে টিউবাইল বসাবো বাড়িতে তাই গত কয়েক মাস ধরে জলের সমস্যার মধ্য আছি,গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেই স্কুলের মাষ্টার মশাইরা যদি সাহায্য না করতো তাহলে জল না খেতে পেয়ে আমরা মারা যেতাম ,স্কুলের সজলধারা গ্রামের মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন মাষ্টার মশাইরা, তাই আগে জলের ব্যবস্থা তার পরে ভোট।
আনুয়ারা বেওয়া নামের এক বয়স্ক মহিলা আবার বলেন আমার স্বামী নেই এই বয়সে কিভাবে সংসার চালাবো সেটাই বুঝে উঠতে পারছিনা তার উপরে আবার জলের সমস্যা তাই জলের সমস্যা না মিটলে ভোট দিতে যাবনা বলে জানান।তিনি আরও বলেন নেতাদের শুধু নির্বাচনের সময় দেখতে পাওয়া যায় যে ভোটটা দিবেন বলে আসে তার পরে আর কোনো খোঁজ থাকেনা নেতাদের । যদিও ২৪৬ সংসদের মেম্বারের স্বামী শরৎ কুমার দেবনাথ বলেন গ্রামের মানুষের দাবি ন্যায্য দাবি আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেকবার পঞ্চায়েতে বলেছি কিন্তু কোনো কাজ হয়নি তাই গ্রামবাসীরা যে সিদ্ধান্ত নিবে সেই সিদ্ধান্তে আমি সহমত জানাব।
একই ভাবে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত মেম্বার বাপন দেবনাথ বলেন আমি নিজে একাধিকবার ব্লক অফিসে লিখিত ভাবে জানিয়েছি কিন্তু কোনো সুরাহা মেলেনি।
এই তাপপ্রবাহ কিভাবে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষ জল নিতে আসছে সকাল সন্ধ্যা কেওবা সাইকেল করে আবার কেউবা বাড়ির কলসি থেকে ঘটি বাটি ও ড্রাম ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে জল ।তিনি আরো বলেন যাতে দ্রুততার সঙ্গে জলের সমস্যা মিটে সেই দিকে যেনো তাকায় প্রশাসন।
জলের সমস্যার বিষয়ে জলঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সামিন আহামেদ বলেন পুরোনো সমস্ত জলের লাইন বাতিল করে নতুন করে আবার জলের পাইপ বসানোর কাজ শুরু হয়েছে তাই গোটা অঞ্চলের কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব নয় ,তবে গ্রামের মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে জয়কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সজলধারা থেকে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে,এবং আমরা বিষয়টা নির্দিষ্ট দপ্তরে জানিয়েছি আশাকরি খুব তারাতারি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে জানান।
তবে এখন দেখার কবে জলের সমস্যার সমাধান হয় না শুধুই ভোট বালাই,ভোট আসলেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের ভুরিভুরি প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি কিন্তু বাস্তবে কি কোনো কাজ হবে এখন সেই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# অটো-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

**জাহেদ মিস্ত্রী ● বারুইপুর**

**আপনজন:** অটো আর টাটা ৪০৭-এর মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২ ।মৃত অটো চালক ও আর এক যাত্রী। আহত হয়েছে আরও এক যাত্রী। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকালে বারুইপুর গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। সূর্যপুর হাট থেকে বারুইপুরে আসার পথে দুর্ঘটনা। হঠাৎই ব্যাকের মাথায় মুখোমুখি হয় চার চাকা ও অটোয় ।
বারুইপুর গার্লস হাই স্কুল সংলগ্ন সাহা পাড়া মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। মৃতদের নাম তাইজুল শেখ ও রিয়াজুল শেখ। তাইজুল শেখের অটো করে তিনজন আসছিলো বারুইপুরে পেয়ারা কিনতে। পথে টাটা ৪০৭ গাড়ির সামনে ধাক্কা মারে অটোটি। মৃতরা দুই ভাই। বাড়ি বামনগাছির কাশীপুরে। আহতের নাম আমীন শেখ। একই পরিবারের দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# বারুইপুর হাসপাতালে দীর্ঘদিন পর হল শেড, খুশি রোগীর পরিজনরা

**বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর**

**আপনজন:** দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল যা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্বীকৃতি পাওয়ার পর হাসপাতালকে আরো কিভাবে উন্নয়ন করা যায়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেছে তেমনি চিকিৎসা পরিষেবা দিকে অত্যাধুনিকের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রোগী আত্মীয়-স্বজনদের দীর্ঘদিনের সমস্যা ছিল যে পুরাতন হাসপাতাল থেকে নতুন হাসপাতালে যেতে হলে অনেকটা সময় লাগত এবং তা ছাড়াও গরমের তাপদাহ উপেক্ষা - ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে। রোগীরা চিকিৎসার জন্য যেতে হতো এই বিল্ডিং থেকেও বিল্ডিংয়ে যাওয়ার সময় অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত। সেই সমস্যার কথা চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রেরণায় বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি সহযোগিতায় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা

জেলা পরিষদের মৎস্য প্রাণিসম্পদের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র প্রচেষ্টায় পঞ্চাশ অর্থ কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় বারুইপুর হাসপাতালে এই শেড টি নির্মিত করা হলো। এ নিয়ে কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র বলেন বারুইপুর হাসপাতাল আমাদের কাছে গর্বের বিষয় সেই হাসপাতালে পরিকাঠামা উন্নয়ন করার জন্য দায়বদ্ধ আমাদের। বারুইপুর হাসপাতাল নতুন বিল্ডিং ছাড়া ও লাইট ,জল, শেডর, ব্যবস্থা করা হয়েছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মাধ্যক্ষ হওয়ার পর এই উদ্যোগ। বারুইপুর মহকুমার হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার শ্যামল চক্রবর্তী বলেন এটি আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়ে যে বারুইপুরে হাসপাতালে অনেক অসুবিধা হত শেড টির না থাকার জন্য। এই শেড টি পেয়ে আমরা অত্যন্ত খুশি ধন্যবাদ জানাই বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও জয়ন্ত ভদ্রকে।

# সিঙ্গুরে প্রচারের ফাঁকে জলখাবারে মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা, হতবাক রচনা!

**জিয়াউল হক ● সিঙ্গুর**

**আপনজন:**জীবনে এরকম খেতে হবে বোধহয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি রূপোলী পর্দার জনপ্রিয় তারকা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বার ভোটে দাঁড়িয়ে এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা হল তাঁর। সিঙ্গুরে প্রচার করতে গিয়ে বৃহস্পতিবার ব্রেকফাস্টে তাঁকে দেওয়া হয় মুড়ি, আলুরদম, কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ। যা দেখে বেশ অবাকই হন তৃণমূলের এই তারকা প্রার্থী। অকপটে স্বীকার করেন, জীবনে প্রথম বার এই কম্বিনেশনে তাঁর অংশগ্রহণ।টিভির দৌলতে তিনি বাংলার মহিলাদের কাছে 'দিদি নম্বর ওয়ান'। প্রচারে বেরিয়ে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছে কখনও ঘুগনি খেতে, কখনওবা টক দই বা ডিমভাত খেতে। এদিন প্রচারের সময় ব্রেকফাস্টে খেলেন মুড়ি, আলুরদম, কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজ! রচনার কথায়, 'আগে কোনদিন আলুর দম সহযোগে মুড়ি খাইনি।'
তবে এই ব্রেকফাস্ট দারুন লেগেছে বলে দাবি রচনার। গ্রাম্য খাবার, সিঙ্গুরের মুড়ি খুবই সুস্বাদু। আর আলুর দম টাও অসাধারণ। রচনার স্বীকারোক্তিতে তৃপ্তির হাসি তখন পাশে বসে থাকা সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না ও তাঁর স্ত্রী করবী মান্নার। আসলে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই প্রচারে নেমে বিভিন্ন এলাকায় চরকিপাক খাচ্ছেন প্রার্থী রচনা। সকাল থেকে রাত অবধি ঠাসা কর্মসূচি। কখনও চুঁচুড়া, কখনও পান্ডুয়া কখনও সিঙ্গুর। প্রথম হুগলিতে পা দিয়েই চন্দননগরে লাঞ্চে তাঁকে ডিম ভাত খেতে দেখা গিয়েছিল স্থানীয় বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে। এরপর একদিন সিঙ্গুরের দই খাওয়ার পর বেজায় খুশি ছিলেন। তবে সেই দইয়ের উৎস সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে নিন্দুকেরা ঝড় তুলে ছিলেন। এরপর একদিন পাণ্ডুয়া তে প্রচারে গিয়ে রাস্তার ধারে গরম ঘুগনিও খেতে দেখা গিয়েছিল হুগলির তৃণমূল প্রার্থীকে। এবার তিনি সিঙ্গুরে মুড়ি আলুর দম খেলেন ব্রেকফাস্টে। বৃহস্পতিবার সকাল সকাল সিঙ্গুর বিধানসভার রাজারবাথান এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে ছিলেন রচনা ব্যানার্জী। সেখান থেকে সিঙ্গুরের বিভিন্ন এলাকার জনসংযোগ করেন প্রার্থী। সঙ্গে ছিলেন সিঙ্গুরের বিধায়ক বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না। ধামসা মাদল ও ব্যান্ডের তালে তালে হুডখোলা গাড়িতে চেপে প্রচার করেন প্রার্থী। স্বাভাবিক ভাবেই রাস্তার দু'ধারে রচনা কে দেখার জন্য মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

# গৃহ শিক্ষকের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** সম্প্রতি রমজান মাস সহ বিশেষ কয়েকটি কারণে রক্তদান শিবির একপ্রকার ঝিমিয়ে পড়েছিল। যারফলে জেলার ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্ত সংকটের খবর শোনা যায়। প্রবল গ্রীষ্মকালীন অবস্থার মধ্যেই গৃহ শিক্ষকের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ইলামবাজারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটি ও বীরভূম ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।
জানা যায় গৃহ শিক্ষক সুবল কর্মকার এবং তার ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগেই গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মোচনে ভ্রাম্যমান বাতানুকূল বাসের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে ১১জন মহিলা সহ মোট ৪৮ জন রক্তদাতা রক্ত দান করলেন। সংগ্রহ করা রক্ত বোলপুর ব্লাড সেন্টারে জমা করা হয়। গৃহ শিক্ষকের এধরনের মানসিকতার জন্য বিশেষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় রোটারি ক্লাব অফ বোলপুর-শান্তিনিকেতন। আজকের রক্তদান প্রসঙ্গে বীরভূমের রক্তদান আন্দোলনের পথিকৃৎ তথা শিক্ষক নুরুল হক বলেন, " এই ধরনের রক্তদান কর্মসূচী যদি প্রত্যেক ক্লাব বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অনুষ্ঠিত করে , তাহলে 'গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট' বলে কোন কথা থাকবে না"। শিবির পরিচালনায় অনুপ্রেরণার জন্য উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুকুমার সাহা, সুনীল সাহা, কমলেশ চক্রবর্তী, এ. আর. এম. পারভেজ সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আয়োজক সংস্থার পক্ষে গৃহ শিক্ষক সুবল কর্মকার বলেন, "এইভাবে যদি সবাই আমাদের পাশে থেকে আমাদের মনোবল বৃদ্ধি করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই মানুষের প্রয়োজনে এই ধরনের আরও কর্মসূচির আয়োজন করতে পারবো"। গৃহশিক্ষক সুবল কর্মকার এবং তার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বোলপুর সাব ডিভিশনের বীরভূম ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এ. আর. এম. পারভেজ সহ স্থানীয় মানুষজন।

# নানুরে নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার টাকা, আটক দুই

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** বৃহস্পতিবার নানুরে নাকা চেকিং-এর সময় কয়েক লক্ষ টাকা সহ আটক দুই। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে পূর্ব বর্ধমান থেকে একটি ছোট চারচাকা গাড়িতে সৈয়দ আমিরুদ্দিন আহমেদ সৈয়দ সানোয়ার আহমেদ নামে দুই যুবক বীরভূমের দিকে আসছিল। আর ঠিক সেই সময় পূর্ব বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তের পালিতপুর মোড়ে চলছিল নানুর পুলিশের নাকা চেকিং। আর তখনই গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। ওই দুই যুবক কোন সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারায় আটক করা হয় তাদেরও। বর্তমানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, তারা কি উদ্দেশ্য কেন ওই টাকা নিয়ে বীরভূমে আসছিল,তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

# অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

**মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং**

**আপনজন:** ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ভস্মীভূত হলো তিনটি বাড়ি। ঘটনায় আহত হয়েছে নিয়ামত সেখ ও আমজেদ সেখ নামে দুই ব্যক্তি। আহতদের চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের কে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। আগুন নেভাতে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। তার আগে স্থানীয় মানুষের চেষ্টায় আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের বেলেখালি এলাকায়

জুলফিকার মোল্লা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে বৃহস্পতিবার দুপুরে আচমকা ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। শর্ট সার্কিট থেকে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও দমকলের অনুমান। তবে জুলফিকার মোল্লার বাড়ির লোকজন শর্ট-সার্কিট থেকে এমন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা মানতে নারাজ। তাদের দাবি বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকেই জুলফিকার মূলত এলাকা ছাড়া।
ডায়মন্ডহারবারে পাইপলাইনের কাজ করে সে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এদিন যখন বাড়িতে ছিল,তখনই আচমকা আগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে বাড়িতে। তারপর সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিকট শব্দে ঘরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরণ হয়। আগুনের লেলিহান শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় পার্শ্ববর্তী আরও দুটি বাড়িতে আগুন লেগে যায়। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় দমকলকে।

# পীর আবেদ হোসেনের স্মৃতিতে মেলা শুরু হরিশ্চন্দ্রপুরে

**নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর**

**আপনজন:** প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার চন্ডীপুরে পীরবাবা মৌলানা আবেদ হোসেনের স্মৃতি স্মরণে ঐতিহ্যবাহী উরস উত্সব ও মেলা শুরু হয়েছে বুধবার থেকে।চলবে এক সপ্তাহ ধরে। কাঠের আসবাবপত্রের মেলা অবশ্য চলবে আরও একমাস ধরে।এবছর ৬৭ তম বর্ষে পদার্পণ করলো বলে জানান উরস উদ্যোক্তারা।জানা যায়,মেলা শুরুর প্রথম দিন সন্ধ্যা থেকে সারারাত ধরে পীরবাবার মাজারে চাদর চড়িয়ে ও সিন্নি প্রসাদ দিয়ে শ্রদ্ধা জানান হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।প্রতিদিন মালদা ছাড়াও বিহার,ঝাড়খন্ড থেকেও দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ওই মেলায় যোগ দেন।মেলা পরিচালনা করেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষ।এই উরস এলাকায় সম্প্রীতির উত্সব বলেই পরিচিত।হরিশ্চন্দ্রপুর তো বটেই!আজও চাঁচল মহকুমায় লোকমুখে ফেরে মৌলানা সাহেবের নাম।তিনি একাধারে ছিলেন সমাজসেবক। পাশাপাশি ছিলেন মানবতার প্রতীক,পরম ধার্মিক।১১৪ বছর আগে এলাকার ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার কথা ভেবে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুরের চন্ডীপুরে প্রথম হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পীরবাবা মৌলানা আবেদ হোসেন।চন্ডীপুর হাই স্কুল হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠিত স্কুল।আর চাঁচল মহকুমার

মধ্যে দ্বিতীয়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ ছিলেন তার একনিষ্ঠ শিষ্য,সেবক।তাদের উদ্যোগেই পীরবাবার স্মৃতিতে ৬৭ বছর আগে শুরু হয়েছিল উরস উৎসব। এলাকায় আজও কান পাতলে শোনা যায়, পীরবাবার কথা। রুমাল পেতে অবলীলায় নদী পার হয়ে যেতেন তিনি। গরুর গাড়িতে যাওয়ার সময় চালককে বলতেন চোখ বন্ধ করতে।চোখ খুলে চালক দেখতেন নিমেষে ৫০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছেন।শুধু স্কুল নয়।এলাকা নির্বিশেষে চন্ডীপুর লাগোয়া ৫১টি গ্রামে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে বড় কুঁয়ো তৈরি করেছিলেন। কাটিহারের অন্যতম মাদ্রাসা দারুল উলুম লতিফির প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদত বলে প্রথমে সমাজসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেও পরে ঈশ্বরসেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে জিন্দাপীর হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিলেন।চন্ডীপুরেই রয়েছে পীরবাবার মাজার।তার বড় ছেলে মৌলানা শাহাবুদ্দিনও ছিলেন বাবার মতোই ধার্মিক।বাবার পাশেই রয়েছে তার মাজার। এখন দুজনের স্মৃতিতে দুটি উরস উত্সব ও মেলা একইসঙ্গে হয়ে আসছে চন্ডীপুরে।উরস মেলা ও উৎসব কমিটির পক্ষে মহম্মদ আফতাব আলম বলেন, বিহার, ঝাড়খন্ড এমনকি বাংলাদেশ থেকেও পীররের ভক্তরা উরস উৎসবে তাঁর মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

# চণ্ডীতলায় প্রচারে দীপ্সিতা

**সেখ আব্দুল আজিম ● চণ্ডীতলা**

**আপনজন:** বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী দীপ্সিতা ধরের প্রচার শুরু করেনজঙ্গলপাড়া বাজার থেকে। প্রচার চলে কৃষ্ণরামপুর, নবাবপুর,ভগবতীপুর এলাকার প্রায় কুড়িটি বুথে। হাজির ছিলেন জগন্নাথ ঘোষ, ভক্তরাম পান, স্বপন বটব্যাল প্রমুখ।

# চা চক্রে প্রচারে নওশাদ

*আপনজন: উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বাগনান লাইব্রেরীর একটি মাঠে আইএসএফ প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী জনসভার অনুমতি মেলেনি প্রশাসনের তরফ থেকে। তাই চা চক্রের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। এদিন তিনি চা চক্র থেকেই উলুবেড়িয়া লোকসভার আইএসএফ প্রার্থী অধ্যাপক মফিকুল ইসলামের সমর্থনে ভোট প্রার্থনা করেন।*
*ছবি ও তথ্য: সুরজীৎ আদক*

প্রথম নজর

## হঠাৎ সবুজ রঙে ছেয়ে গেল দুবাইয়ের আকাশ!

**আপনজন ডেস্ক:** গত কয়েক দিন ধরেই প্রবল বৃষ্টিতে ভাসছে দুবাই। বন্যা পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত মরু শহরের জনজীবন। গত ৭৫ বছরেও আরব আমিরাতে এরকম বৃষ্টিপাত হয়নি। তবে দুবাইয়ের এই বন্যাকে ছাপিয়ে এখন আলোচনায় শহরের আকাশের রহস্যময় সবুজ রং। দুবাইয়ের আকাশ হঠাৎ কেন সবুজ বর্ণ ধারণ করল তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।

একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, কালো মেঘে ঢাকা দুবাইয়ের আকাশ ধীরে ধীরে রং বদলে যেতে থাকল এবং সবুজ রঙে ঢেকে গেল! হঠাৎ সবুজ রঙের আকাশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলেন শহরের বাসিন্দারা।

এমন রঙের নেপথ্যে রহস্য কী তা নিয়ে শুরু হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও। অনেকে বিষয়টি রহস্যময় বলে দাবি করলেও একটা অংশ আবার বলছেন, ঝড় আসার আগের মুহূর্তের ইঙ্গিত ওই সবুজ রঙের আকাশ।

দুবাইয়ের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সাধারণত দেড় বছরে সেদেশে যতটা বৃষ্টিপাত হয়, সেই পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে শুধু ২৪ ঘণ্টায় (সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার রাত ৯টা পর্যন্ত)। ১৯৪৯ সাল থেকে এমন বিপুল বৃষ্টি দেখেনি আরব আমিরাত।

প্রবল বৃষ্টিতে শুষ্ক মরুঝড়ে অভ্যস্ত দুবাই শহরের চেনা ছবিটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে দুবাইয়ে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টিপাত বা ক্লাউড সিডিং শুরু হয়েছিল ২০০২ সালে। সেখানে এত কম সময়ের মধ্যে এতটা বৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়েছে দুবাইবাসী। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলেই আবহাওয়ার এই পরিবর্তন বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।

## হজযাত্রীদের বিনামূল্যে খাওয়ানো সেই বৃদ্ধ মারা গেছেন

**আপনজন ডেস্ক:** অশীতিপর বৃদ্ধ শেখ ইসমাইল আল-জাইম আবু আল-সাবা মদিনায় জিয়ারত করতে যাওয়া হজ-ওমরাহকারীদের বিনামূল্যে চা, কফি, খেজুরসহ বিভিন্ন খাবার বিতরণ করতেন।

হজ-ওমরাহ করতে যাওয়া অনেকেই বিভিন্ন সময় তাকে দেখেছেন, তার দেওয়া খাবার খেয়েছেন। ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি হজ-ওমরা পালনকারীদের মধ্যে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করেছেন। অনেক বাংলাদেশি হাজি তার হাতে চা-কফি পান করেছেন।

সদাহাস্য সিরিয়ান এই নাগরিক মঙ্গলবার (১৬ এপ্রিল) ৯৬ বছর বয়সে মদিনায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে হারামাইনের খবর সরবরাহকারী ভেরিফায়েড পেইজ ‘ইনসাইড দ্য হারামাইন’ এই খবর জানিয়ে তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। জানা যায়, প্রতিদিন ৪০টি ফ্লাস্কে করে চা-কফি আনতেন তিনি। এ জন্য একটি বিশেষ ট্রলি ব্যবহার করতেন, মসজিদে নববিতে যাওয়া অন্যতম পথ জায়েদিয়া এলাকায় বসতেন তিনি। সবুজ চা, লাল চাসহ নানা স্বাদের চা বানিয়ে আনতেন। থাকত চিনিযুক্ত, চিনিমুক্ত চা-কফি। এছাড়া এলাচযুক্ত চা, পুদিনা চা, বিভিন্নরকমের মশলাযুক্ত চা আনতেন। তিনি রাস্তার পাশে বসে পথচারীদের মধ্যে চা, কফি, খেজুর, রুটি ও বিস্কুট বিনামূল্যে বিতরণ করতেন। এই কাজে তাকে সহযোগিতা করতেন ছেলেরা। কেউ কিছু দিতে চাইলে বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখান করতেন। গত বছর সৌদি আরবের প্রভাবশালী পত্রিকা আল আরাবিয়া তাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সিরিয়ার নাগরিক শায়খ ইসমাইল প্রায় ৪০ বছর ধরে মদিনায় বসবাস করে আসছিলেন। মদিনার কুবা এভিনিউতে একটি সাধারণ বাড়িতে বসবাস করলেও নিজের সম্পদ পুরোটাই উৎসর্গ করেছিলেন হজ ও উমরা যাত্রীদের খেদমতে।

টানা ৪ দশক ধরে অনন্য এই সেবার কারণে সবার কাছে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হন। তার মৃত্যুতে মদিনায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

# ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তির বিরোধিতা, ২৮ কর্মীকে বহিষ্কার করল গুগল

**আপনজন ডেস্ক:** দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে বিতর্কিত চুক্তির প্রতিবাদ করায় গুগলের ২৮ জন কর্মীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

‘প্রজেক্ট নিম্বাস’ নামে গুগলের অ্যালফাবেট ইনকর্পোরেট ইসরায়েল সরকারের সাথে ১২০ কোটি ডলারের একটি চুক্তি করেছে।

ওই চুক্তির অধীনে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী ও সরকারি বিভিন্ন দফতরকে ইন্টারনেট পরিষেবা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উন্নত প্রযুক্তি সরবরাহ করা হবে। এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফিলিস্তিনিদের ওপর ব্যাপক নজরদারি করা হবে।

চুক্তিটি বাতিলের দাবিতে বেশ কিছুদিন ধরেই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ চলছে। এবার এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় ২৮ কর্মীকে বহিষ্কার করেছে গুগল।

বুধবার (১৮ এপ্রিল) সন্ধ্যায় তাদেরকে বরখাস্তের নোটিশ পাঠানো হয় বলে খবরে বলা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার গুগলের নিউইয়র্ক, সিয়াটল, সানিভ্যাল ও ক্যালিফোর্নিয়া অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেন ওই কর্মীরা। তাদের নেতৃত্ব দেয় ‘নো টেক ফর অ্যাপারথেইড’ নামে একটি সংগঠন।

নিউইয়র্ক ও ক্যালিফোর্নিয়ায় কর্মীরা প্রায় ১০ ঘণ্টা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। এদিন সন্ধ্যায় তাদের নয়জনকে আটক করে পুলিশ। অবশ্য কিছুক্ষণ পরই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়।

এরপর বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের গুগলের পক্ষ থেকে তাদেরকে বরখাস্তের নোটিশ পাঠানো হয়। এমনকি যারা আন্দোলনের সমর্থক তাদেরকেও জোরপূর্বক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

নোটিশের পাশাপাশি ই-মেইল বার্তায় গুগল জানিয়েছে, অন্যান্য কর্মচারীদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় এবং আমাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থেকে থেকে বিরত রাখার দায়ে এসব কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ধরনের কাজ ও আচরণ আমাদের নীতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। তবে বরখাস্ত হয়েও দমছেন না এসব কর্মীরা। বিতর্কিত প্রকল্প নিম্বাস বাদ না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তারা। এমনকি বরখাস্তের ঘটনার পর এই বিক্ষোভে সমর্থন বাড়ছে বলেও জানিয়েছেন এক কর্মী।

## নৃশংসতার সর্বোচ্চ সীমায় ইসরায়েল, এক বোমায় চার হাজার ফিলিস্তিনি ভ্রূণ হত্যা

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের গাজায় নৃশংসতার সর্বোচ্চ সীমাও অতিক্রম করে ফেলেছে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি প্রজন্ম ধ্বংস করতে যা যা করা দরকার তার সবই করছে নিষ্ঠুর ইহুদিবাদীরা। এবার একটি জাতি ধ্বংসের আরো ভয়াবহ তথ্য প্রকাশ্যে এল।

এক বোমাতেই চার হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি ভ্রূণ হত্যা করেছে ইসরায়েল। এছাড়া এক হাজারের বেশি শুক্রাণু ও নারীর নিষিক্ত ডিম্বানু ধ্বংস করা হয়েছে। খবর-রয়টার্সের।

বুধবার এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানিয়েছে, বোমাটি ফেলা হয় গাজার আল বাসমা আইভিএফ কেন্দ্রে। গত বছরের ডিসেম্বরে ইসরায়েলের বোমার আঘাতে ঐ কেন্দ্রের ফার্টিলিটি ক্লিনিক তছনছ হয়ে গেছে। এটি গাজার অন্যতম ও বড় ফার্টিলিটি ক্লিনিক ছিল। ঐ ভয়াবহ বিস্ফোরণে সেখানকার ভ্রূণবিদ্যা ইউনিটের এক কোণে সংরক্ষিত পাঁচটি তরল নাইট্রোজেন ট্যাঙ্কের ঢাকনা ফেটে যায়। সেখানে বিশেষ কৌশলে ভ্রূণগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু মুহূর্তে ট্যাংকের তরল বাষ্পীভূত হয়। ভেতরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। পরিস্থিতি তখন এতই ভয়াবহ ছিল যে, কোনোভাবেই ভ্রূণগুলো বাঁচানো যায়নি।

ইসরায়েলের এই হামলায় হত হওয়ার আগে হাজারো ভ্রূণ চিৎকার করতে না পারায় তা চাপা পড়েছিল। কিন্তু রয়টার্স বলছে, ঐ হামলায় বেশ সফল হয় ইসরায়েল। কারণ, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এর মানে হচ্ছে, অন্তত পাঁচ হাজার ফিলিস্তিনি শিশু পৃথিবীতে আসার আগেই মারা গেল।

আইভিএফ ক্লিনিকটি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কেমব্রিজ-প্রশিক্ষিত প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বাহেলদিন ঘালাইনি। তিনি বলেন, আমার হৃদয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এই পাঁচ হাজার সম্ভাব্য জীবন ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্ব রাখে। এর মানে ওই সংখ্যক নিঃসন্তান দম্পতি আর কখনও মা-বাবা হতে পারবেন না।

এ ব্যাপারে জানতে রয়টার্স ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে।

জবাবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর প্রেস ডেস্ক বলে, তারা প্রতিবেদনটি খতিয়ে দেখছে। ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক অবকাঠামো লক্ষ্যবস্তু করে না। তবে হামাস যোদ্ধারা চিকিৎসা সুবিধার আড়ালে সন্ত্রাসী কাজ করে। অথচ বিষয়টি হামাস বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।

## ইরানের উপর নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি

**আপনজন ডেস্ক:** কনস্যুলেটে হামলার জবাবে ইসরায়েলে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

বৃহস্পতিবার (১৯ এপ্রিল) দেশটির ড্রোন প্রযুক্তি ও উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ১৬জন ব্যক্তি ও দুটি সংস্থাকে লক্ষ্য করে এই নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে।

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইরানের সেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে যারা ইরান সরকারের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উদপাদন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত।

গত ১৩ এপ্রিলের হামলায় শাহেদ ভেরিয়েন্টের ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করেছিল ইরান। যে দুটি প্রতিষ্ঠনিকে লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তারা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য ইঞ্জিন তৈরি করে থাকে। নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে এই ক্ষেপণাস্ত্রের ইঞ্জিন তৈরিতে বড় ধরণের বাধার সম্মুখীন হবে ইরান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালায় ইরান। আমাদের মিত্র এবং অংশীদারদের সঙ্গে একত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে রক্ষা করেছে। আমরা এই আক্রমণকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছি। আজ আমরা ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছি।

বিবৃতিতে বলা হয়, হামলার পর আমি আমার সহকর্মী জি-৭ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি। আমরা ইরানের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়াতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মিত্র এবং অংশীদাররা ইরানের অস্থিতিশীল সামরিক কর্মসূচি সীমিত করার জন্য অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা জারি এবং ব্যবস্থা নিচ্ছে বা নেবে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, যারা ইরানের হামলাকে সক্ষম বা সমর্থন করে তাদের সবার কাছে এটি পরিষ্কার হোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এই অঞ্চলে আমাদের কর্মীদের এবং অংশীদারদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

## ইরানের হামলা নিয়ে এবার ইসরায়েল-সৌদি পাল্টাপাল্টি মন্তব্য

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলে গত ১৩ এপ্রিল নজিরবিহীন হামলা চালায় ইরান। তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে হামলা চালায় দেশটি। তবে ইরানের শত শত ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা থেকে ইসরায়েলকে রক্ষায় সৌদি আরব কাজ করেছে বলে ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম কেএএন নিউজের খবরে দাবি করা হয়। যদিও বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সৌদির একাধিক ঘনিষ্ঠ সূত্র ইসরায়েলকে রক্ষায় সৌদি আরবের পদক্ষেপ নেয়ার দাবিকে অস্বীকার করেছে। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্র আল-আরাবিয়ার খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দেশটির আরেক সংবাদমাধ্যম আরব নিউজ বলছে, ইসরায়েলের সংবাদমাধ্যমে সৌদি আরবের সরকারি একটি ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে একদিন আগে ঐ খবর প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, ইরানের আক্রমণ থেকে ইসরায়েলকে রক্ষা করার জন্য প্রতিরক্ষা জোটে অংশ নিয়েছে সৌদি আরব। কিন্তু সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় সূত্রগুলো এই তথ্য অস্বীকার করেছে। এর আগে, সৌদি আরবের সরকারি ঐ ওয়েবসাইটে বলা হয়, ইরানের ছোঁড়া ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সৌদি আরব নিজেদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহারের পাশাপাশি ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, জর্ডান, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের সমন্বয়ে গঠিত সামরিক জোটকে সহযোগিতা করেছে।

সহযোগিতার কারণ হিসেবে কেএএন নিউজ বলেছে, সৌদি আরব মনে করে গাজায় সংঘাত শুরুর পর থেকে ইরান এই সংঘাতে ফায়দা তোলার পরিকল্পনা করছে এবং সম্প্রতি যে হামলা তেহরান পরিচালনা করেছে, তা সেই পরিকল্পনার অংশ। সৌদির একাধিক সূত্র আল-আরাবিয়াকে বলেছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের চালানো হামলা ঠেকাতে সৌদির অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে, আসলে সৌদি আরবের এমন কোনো সরকারি ওয়েবসাইটই নেই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

## ‘ইসলামিক মূল্যবোধ লঙ্ঘন’, ২ টিভি চ্যানেল বন্ধ করল তালিবানরা

**আপনজন ডেস্ক:** ‘ইসলামিক ও জাতীয় মূল্যবোধ লঙ্ঘনের জন্য’ দুটি আফগান টেলিভিশন চ্যানেলকে সম্প্রচার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তালিবান সরকারের একজন মুখপাত্র বৃহস্পতিবার এ কথা বলেছেন বলে এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র খুবাইব গুফরান বলেছেন, ‘সাংবাদিক নীতিমালা’ মেনে চলতে ব্যর্থতার জন্য মঙ্গলবার ‘বড়িয়া’ ও ‘নূর’ টিভি চ্যানেল দুটি স্থগিত করা হয়েছে।

তিনি এএফপিকে আরো বলেন, ‘তাদের (চ্যানেল) এমন অনুষ্ঠান ছিল, যা জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে এবং তাদের মালিকরা বিদেশে রয়েছে। গণমাধ্যম লঙ্ঘন কমিশন তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে।’

মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘তাদের (চ্যানেল) মালিকরা এমনকি তালিবান সরকারের বিরোধী হিসেবে অবস্থান নিয়েছে’ এবং ‘যতক্ষণ না তাদের মালিকরা এখানে আসবে ও জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নের উত্তর না দেবে, ততক্ষণ তাদের কার্যক্রম স্থগিত থাকবে’।

অধিকার পর্যবেক্ষকরা সতর্ক করেছেন, তালিবান কর্তৃপক্ষ ২০২১ সালে ক্ষমতায় ফিরে আসার পর থেকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে দমন করছে। কারণ তারা ইসলামী শাসনের কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করছে।

আফগানিস্তান জার্নালিস্ট সেন্টার (এএফজেসি) এক বিবৃতিতে বলেছে, আফগানিস্তানের গণমাধ্যম কমিশন তালিবান সরকার সম্পর্কে একসময়ের ক্ষমতাধর যুদ্ধবাজ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের মন্তব্য সম্প্রচারের জন্য বারবার ‘বারিয়া’কে সতর্ক করেছে। এ ছাড়া সংগীত সম্প্রচার এবং নারী উপস্থাপকদের অনাবৃত মুখ দেখানর জন্য ‘নূর’ চ্যানেলও সতর্কতা পেয়েছিল।

এএফপি জানিয়েছে, ‘বাড়িয়া’ চ্যানেলটির মালিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী হেকমতিয়ারের ছেলে হাবিবুর রহমান হেকমতিয়ার। তিনি নির্বাসনে আছেন।

তাঁর বাবার সঙ্গে তালিবান কর্তৃপক্ষের ক্রমবর্ধমান মতানৈক্য দেখা যায়। তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে বলেছেন, ‘বারিয়ার মনে ধর্মীয় ও জাতীয় মূল্যবোধ ছিল, তালিবান মূল্যবোধ নয়। আপনি আমাদের কাছ থেকে শুধু নীরবতা দেখতে পাবেন না।’

### সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৪৯মি.

ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০৩ মি.

### নামাজের সময় সূচি

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৩.৪৯ | ৫.১২ |
| যোহর | ১১.৪১ | |
| আসর | ৪.০৮ | |
| মাগরিব | ৬.০৩ | |
| এশা | ৭.১৬ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৫৭ | |

## জাপানে ৬.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প

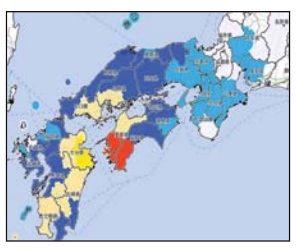

**আপনজন ডেস্ক:** জাপানের শিকোকু দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে ৬ দশমিক ৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। জাপান আবহাওয়া সংস্থার (জেএমএ) বরাত দিয়ে সিনহুয়া জানিয়েছে, স্থানীয় সময় বুধবার রাত ১১টা ১৪ মিনিটে এহিম এবং কোচি প্রিফেকচারের কিছু অংশে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রটি এহিম প্রিফেকচার থেকে বুঙ্গো চ্যানেলের ৫০ কিলোমিটার গভীরে অবস্থিত ছিল, যা সরাসরি কিউশু এবং শিকোকু দ্বীপগুলোকে আলাদা করেছে।

## ভারী বৃষ্টিতে দুবাই বিমানবন্দরে চরম বিশৃঙ্খলা, দুর্বিসহ অবস্থা

**আপনজন ডেস্ক:** পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক শহরগুলোর অন্যতম দুবাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ভারী বৃষ্টি ও তীব্র জলাবদ্ধতার কারণে। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত দুবাই বিমানবন্দর যেভাবে পানিতে তলিয়ে গেছে সেটি দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন।

শহরটির বহু বাড়ি ও শপিংমল হাঁটু পর্যন্ত পানিতে তলিয়ে গেছে। দুবাইয়ের মতো শহরে এ ধরনের চিত্র অনেকর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে।

দুবাই বিমানবন্দর পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় বাতিল করতে হয়েছে শতশত ফ্লাইট। বিমানবন্দরের ভেতরে চরম এক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা বিমানবন্দরের পরে দুবাই বিমানবন্দরই হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর। গত বছর এই বিমানবন্দরটি ব্যবহার করেছে আট কোটি যাত্রী।

বৃষ্টিপাত ও জলাবদ্ধতার কারণে বিমানবন্দরটি প্লাবিত হওয়ায় দুবাইগামী ও দুবাই ছেড়ে আসা ফ্লাইট কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। যদিও বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বিমানবন্দরে দুর্বিসহ অবস্থা ঢাকার বাসিন্দা প্রসূন রায় গত তিন ধরে দুবাই বিমানবন্দরে আটকে আছেন। কবে ঢাকায় আসতে পারবেন সেটি নিয়ে অনিশ্চয়তা ভর করেছে তার মধ্যে।

## ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়তে ইরান একাই যথেষ্ট: চিন

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলে ইরানের হামলার পর পশ্চিমা অনেক দেশ নিন্দা জানালেও ইস্যুটিতে এতদিন চুপ ছিল চীন। অবশেষে নিরবতা ভেঙে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বলেছেন, নেতানিয়াহু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে ইরানের প্রশাসন একাই যথেষ্ট। সেইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে আরো উত্তেজনা এড়াতেও ইরান সক্ষম। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনালাপও করেছেন ওয়াং ই। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে থেকে জানা যায়, পশ্চিমারা ইসরাইলকে সরাসরি সমর্থন দিলেও পর্দার আড়ালে ইরানের ঢাল হিসেবে দাঁড়িয়েছে দুই পরাশক্তি রাশিয়া ও চীন।

বিশ্লেষকরা বলছেন, ইসরায়েলের ওপর হামলায় মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেম হিসেবে ইরান যেমন চীনের বেইদু স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করেছে।

পাশাপাশি ব্যবহার করেছে রাশিয়ার গ্লনাস সিস্টেম। এছাড়া আগে জানা গিয়েছিল, রাশিয়ার সঙ্গে ইউএভি তৈরির গবেষণা চালাচ্ছে ইরান। এ ধরনের কিছু ইউএভি ব্যবহার হয়েছে ইসরাইলে হামলার সময়ে। এছাড়া ইসরায়েলে ইরানের হামলার আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে চলমান পরিস্থিতিতে ইরানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে রাশিয়া। শুধু তাই নয়, গেল বছর অর্থনৈতিক জোট ব্রিকসের সদস্য হিসেবে যুক্ত হওয়ায় ইরানকে সমর্থন দিচ্ছে রাশিয়া। সামরিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একে অপরের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে উঠছে তারা।

## হিটলারকে ছাড়িয়ে গেছে ইসরায়েলের অপরাধ: এরদোগান

**আপনজন ডেস্ক:** তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান আবারো অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছেন। একই সাথে তিনি বলেছেন, ইহুদিবাদী ইসরায়েল গাজায় ১৪ হাজার নিষ্পাপ শিশুসহ যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তা জার্মানির নাৎসিবাদী নেতা অ্যাডলফ হিটলারের অপরাধযজ্ঞকে ছাড়িয়ে গেছে।

তুরস্কের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে ইরানের সরকারি বার্তা সংস্থা ইরনা আজ বৃহস্পতিবার সকালে জানিয়েছে, তুরস্কের ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টির এক বৈঠকে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এই কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, গাজা এবং পশ্চিম তীর দুই জায়গায়ই গণহত্যা চালাচ্ছে ইসরায়েল। মানব ইতিহাসে শিশু হত্যা অন্যতম লজ্জাজনক ঘটনা বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ফিলিস্তিনের প্রতিরোধকামী সংগঠনগুলোর কষ্টকর লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে তুরস্ক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করেছে। ফলে আমরা জানি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মূল্য দিতে হয়।’ এরদোয়ান জোর দিয়ে বলেন, তুরস্ক সর্বাবস্থায় ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের পাশে রয়েছে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১০৬ সংখ্যা, ৬ বৈশাখ ১৪৩১, ৯ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

## গণতন্ত্রকে উপহাস

সম্প্রতি রাশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের অধিক ভোট পাইয়া প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। বিপুল ভোট পাইয়াই তিনি যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে উপহাস করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের চাইতে রাশিয়ার গণতন্ত্র আরো বেশি স্বচ্ছ ও বৈধ। তিনি মার্কিন ভোটিং পদ্ধতি লইয়া ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, '(রাশিয়ার) এই ভোট যুক্তরাষ্ট্রের মেইল-ইন ভোটের মতো নহে, যেইখানে আপনি ১০ ডলার দিয়া একটি ভোট কিনিতে পারিবেন।' পুতিন আরো বলিয়াছেন যে, (যুক্তরাষ্ট্রে) যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে সমগ্র বিশ্ব হাসিতেছে। ইহা কেবল একটি বিপর্যয়, গণতন্ত্র নহে। পুতিন প্রশ্ন তুলিয়াছেন—যুক্তরাষ্ট্রে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রশাসন, বিচারব্যবস্থাসহ অন্যান্য বিষয়ের ব্যবহার করা কি গণতান্ত্রিক? পুতিনের এই মন্তব্য মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে লইয়া। সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখন চারটি ফৌজদারি মামলা রহিয়াছে। পুতিনের দিক হইতে পুতিন ভুল কিছু বলেন নাই বটে। প্রশ্ন হইল—পুতিনের মতো এত জনপ্রিয় নেতার বিরুদ্ধেও প্রায় ১৩ শতাংশ ভোট কাহারা দিল? তাহাদের এত বড় দুঃসাহস? ভোট কি একশত ভাগ পুতিনের পক্ষে পড়িলে উপযুক্ত হইত না? কিংবা একশত ভাগের অধিক! পুতিনের বিরুদ্ধে যেই প্রার্থী তিন জন ছিলেন, নিন্দুকেরা বলেন, তিন জনই নামমাত্র প্রার্থী। পুতিনের সমালোচনা করিবার কারণে অন্তত দুই জন প্রার্থীকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। নির্বাচনের ব্যালটে পুতিন ছাড়া যেই তিন প্রার্থীর নাম রহিয়াছে, তাহাদের এক জন হইলেন নিকোলাই খারিতোনোভ। খারিতোনোভ নিজেও পুতিনকে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন না। দেশটির পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার ভ্লাদিস্লাভ দাভানকোভ আরেক জন প্রার্থী। ভ্লাদিস্লাভও পুতিনপন্থি একজন রাজনীতিক হিসাবে পরিচিত। এইভাবে পুতিনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া তিন জনই মূলত পুতিনের পক্ষেই কথা বলেন। তাহাদের সকলেই পুতিন-নিয়ন্ত্রিত। পুতিনের বিরুদ্ধে গেলে কী অবস্থা হইতে পারে, তাহার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত সম্প্রতি নিহত হওয়া বিরোধী নেতা অ্যালেক্সি নাভালনি। তিনি ছিলেন রাশিয়ায় পুতিনের সবচাইতে বড় সমালোচক। দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকিবার পর গত মাসে কারাগারে মৃত্যু হয় নাভালনির। বিশ্লেষকরা এই জন্য বলেন, পুতিনের তিন আসলে এক। গণতন্ত্র কাহাকে বলে—তাহার নূতন সংজ্ঞা নিশ্চয়ই আমরা পুতিনদের নিকট হইতে শিখিতে পারি। পুতিনের দেশের নির্বাচনের মতো বিশ্বের অনেক দেশেই কথিত গণতন্ত্র রহিয়াছে। এই ব্যাপারে একটি গল্পের অবতারণা করা যায়। বক গিয়াছে শিয়ালের বাড়িতে দ্রুত ভক্ষণের প্রতিযোগিতায়। শিয়াল বককে দিয়াছে প্লেটে করিয়া খাইতে। বকের লম্বা ঠোঁট। সমতল প্লেট হইতে খাবার তুলিতে হিমশিম খাইতে থাকিল বক, আর মুহূর্তেই সব খাবার সাবাড় করিল শিয়াল। লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না করিয়া এইভাবে যদি প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে শিয়ালরা চিরকালই একপেশেভাবে জিতিয়া যাইবে; কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কাহাকে বলে, তাহার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত অন্তত একটি দেশের গত ২৫০ বত্সর ধরিয়া চলমান রহিয়াছে। ১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই স্বাধীনতা লাভের পর ২৫০ বত্সর ধরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সগৌরবে টিকিয়া রহিয়াছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, উত্থান ঘটে নাই স্বৈরশাসকের। প্রশ্ন জাগিতে পারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন উত্থান ঘটে নাই কোনো স্বৈরশাসকের? কী রহস্য রহিয়াছে ইহার নেপথ্যে? এই প্রশ্নের উত্তর যদি হয় আমেরিকান সংবিধান, তবে তাহা শতভাগ সঠিক নহে। সেইখানে রহিয়াছে বিশেষ দুইটি অলিখিত রীতিনীতি। উহার একটি হইল—পারস্পরিক সহনশীলতা। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হইল—প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা। সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বলিতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণের পর ক্ষমতাসীন কর্তৃক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করিয়া প্রতিপক্ষকে দমন না করা বুঝায়। আসলে পারস্পরিক সহনশীলতা হইতে জন্মে প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা। একটি রাষ্ট্র তখনই প্রকৃত গণতান্ত্রিক হইবে, যখন সেইখানে পারস্পরিক সহনশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহনশীলতা বিদ্যমান থাকিবে। এখন সাবেক কোনো প্রেসিডেন্ট যদি মামলার শিকার হন এবং তাহার পরে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন—ইহার উভয় দিকই আইনের শাসনের সৌন্দর্য—যাহা যুক্তরাষ্ট্রেরই রহিয়াছে।

সুতরাং পুতিনের কথা শুনিয়া ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো বলিতে হয়—'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!'

• • • • • • • • • • • •

# আগের মতো পশ্চিমাদের পাশে পাচ্ছে না ইসরায়েল

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে নানা হিসাব-নিকাশ চলছে। আরও বড় পরিসরে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে কি না, সেই সমীকরণ মেলাতে এখন ব্যস্ত সবাই। আপাত এই সংক্ষিপ্ত হামলা ও পাল্টা হামলায় কার কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হলো, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা। আসলে এই যুদ্ধ কোন দিকে মোড় নেবে, তা বলা মুশকিল। কারণ, এই যুদ্ধ এখন আর ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে এখন প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড়াও বিশ্বমোড়লেরা জড়িয়ে পড়েছেন। লিখেছেন **মারুফ মল্লিক**।

ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ নিয়ে নানা হিসাব-নিকাশ চলছে। আরও বড় পরিসরে এই দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে কি না, সেই সমীকরণ মেলাতে এখন ব্যস্ত সবাই।

আপাত এই সংক্ষিপ্ত হামলা ও পাল্টা হামলায় কার কতটুকু লাভ বা ক্ষতি হলো, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা।

আসলে এই যুদ্ধ কোন দিকে মোড় নেবে, তা বলা মুশকিল। কারণ, এই যুদ্ধ এখন আর ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর সঙ্গে এখন প্রতিবেশী দেশগুলো ছাড়াও বিশ্বমোড়লেরা জড়িয়ে পড়েছেন।

ইরান-ইসরায়েলের সামরিক হামলা ও কথার যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, তুরস্কসহ আশপাশের সব দেশই এই যুদ্ধ নিয়ে কথা বলেছে। কেউ হুমকি দিয়েছে। কেউ শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দিয়েছে। আপাতত ইরান-ইসরায়েলের যুদ্ধ মনে হলেও অনেক দেশই এই যুদ্ধে ইতিমধ্যেই নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছে।

এই যুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে যদি বিশ্লেষণ করি, তবে প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে, ইরানের ইসরায়েলে হামলা না করে উপায় ছিল না।

দীর্ঘদিন ধরেই ইসরায়েল ইরানকে নানাভাবে উসকানি দিচ্ছিল। ইরানের অভ্যন্তরে একাধিকবার গুপ্ত হামলা করেছে তারা। ইসরায়েল ইরানের বেশ কয়েকজন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে বলে ইরান অভিযোগ করেছে। এ ছাড়া ইরাক ও সিরিয়ায় ইরানের বেশ কিছু কৌশলগত স্থাপনায় হামলা করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রও হামলা করেছে এসব স্থানে। যে কারণে ইরান পাল্টা হামলা করেছে। এমন না যে ইরান আগ বাড়িয়ে হামলা করেছিল। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গেছে। ইসরায়েলের সব থেকে বড় ব্যর্থতা হচ্ছে, অনেক চেষ্টা করেও এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি এই যুদ্ধে যুক্ত করতে পারেনি।

ইসরায়েলকে রক্ষার অঙ্গীকার করলে যুদ্ধে যুক্ত হতে বা ইরানে হামলা করতে যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

সম্ভবত এ কারণেই এই যুদ্ধ আর না-ও বাড়তে পারে। মানে বড় ধরনের যুদ্ধ সম্ভবত হতে যাচ্ছে না। আজ থেকে ২০ বছর আগে হলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মিলে ইরানকে কবজা করে ফেলত। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার মুখে ইরান টিকতে পারত না।

দুটি জিনিস যুক্তরাষ্ট্রকে এই যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারে। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়ায় দীর্ঘ যুদ্ধের ধকল টানতে টানতে যুক্তরাষ্ট্রসহ তার মিত্র এখন ক্লান্ত। ইউক্রেনের যুদ্ধেও যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হাতছাড়া হয়ে গেছে রাশিয়ার কাছে। রাশিয়ার অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক রুশ জেনারেল নিহত হয়েছেন, পশ্চিমা গণমাধ্যমে এই সংবাদ পরিবেশিত হলেও হারানো জমি ইউক্রেন আর উদ্ধার করতে পারেনি।

এতেই প্রমাণিত হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে নেই। আর বিশেষ করে ইউরোপের পক্ষে নতুন করে আর কোনো বড় সংঘাতের বোঝা টানা সম্ভব নয়। যেখানেই যুদ্ধ শুরু হোক না কেন, শরণার্থীরা সব ইউরোপে এসে উপস্থিত হন।

সিরিয়া ও ইউক্রেনের মিলিয়ে এক জার্মানিতেই ৩০ লাখের মতো শরণার্থী অবস্থান করছেন। এই অবস্থায় ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হলে দুই দেশ থেকেই দলে দলে শরণার্থী ইউরোপের দিকে যাত্রা শুরু করবেন।

শুধু এই দুই দেশই নয়; এদের প্রতিবেশী দেশের শরণার্থীরাও এই যাত্রায় যুক্ত হবেন। তাই যুদ্ধ শুরু করার আগে অনেক হিসাব-নিকাশ মাথায় রাখতে হবে।

যদি কোনো কারণে পুরোমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে সবাইকেই ভুগতে হবে। এ অবস্থায় যুদ্ধের পক্ষে ইউরোপের সায় আগের মতো না-ও থাকতে পারে।

বিপরীতে ইরান রাশিয়া ও চীনের সমর্থন পাচ্ছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গে কথা বলেছেন। চীন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরামর্শ দিয়ে বলেছে ইরান একাই পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম।

> **কেউ কেউ বলছেন, ইরানের হামলায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সুবিধা হবে। এমনিতেই তিনি স্বস্তিতে নেই। প্রতিনিয়তই ইসরায়েলে বিক্ষোভ হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো নয়। নতুন করে যুদ্ধ নেতানিয়াহুর রাজনীতিকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। আবার এর বিপরীত মতও আছে। হামাস বা ইরানের হামলা ইসরায়েলের সামরিক খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইরানের শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলকে ৮০ কোটি পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে এক রাতেই। এটি ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ানের তথ্য।**

এর পাশাপাশি আফগানিস্তান, সিরিয়া, ইরাক ও তুরস্কের সমর্থন মিলে যাবে ইরানের জন্য।

কেউ কেউ বলছেন, ইরানের হামলায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সুবিধা হবে। এমনিতেই তিনি স্বস্তিতে নেই। প্রতিনিয়তই ইসরায়েলে বিক্ষোভ হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো নয়। নতুন করে যুদ্ধ নেতানিয়াহুর রাজনীতিকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। আবার এর বিপরীত মতও আছে। হামাস বা ইরানের হামলা ইসরায়েলের সামরিক খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইরানের শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলকে ৮০ কোটি পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে এক রাতেই। এটি ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ানের তথ্য।

এই অবস্থায় মৌন সম্মতির ইউরোপ, দূরের দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি, জর্ডান, মিসরের সমর্থন ইসরায়েলের জন্য সুবিধাজনক না-ও হতে পারে। তাই 'যথাসময়ে' প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। এই 'যথাসময়' আগামীকালও হতে পারে। আগামী বছরও হতে পারে।

যদি সব পক্ষকে যুদ্ধের জন্য রাজি করাতে পারে এবং ইরানের পেছন থেকে রাশিয়া ও চীনের ছায়া সরে যায়, তবে আগামীকালই ইসরায়েল হামলা করবে। তেমনটা না হলে অপেক্ষা করতে হবে।

কেউ কেউ বলছেন, ইরানের হামলায় বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সুবিধা হবে। এমনিতেই তিনি স্বস্তিতে নেই। প্রতিনিয়তই ইসরায়েলে বিক্ষোভ হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো নয়। নতুন করে যুদ্ধ নেতানিয়াহুর রাজনীতিকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। আবার এর বিপরীত মতও আছে। হামাস বা ইরানের হামলা ইসরায়েলের সামরিক খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইরানের শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনের হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলকে ৮০ কোটি পাউন্ড খরচ করতে হয়েছে এক রাতেই। এটি ব্রিটিশ গণমাধ্যম গার্ডিয়ানের তথ্য।

স্বভাবতই অতিরিক্ত সামরিক খরচের প্রভাব সার্বিকভাবে অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। ইরান ও হামাস সম্ভবত এটাই চাচ্ছে। ইসরায়েলে হামলা করে তাদের খরচ বৃদ্ধি করা। গাজা থেকে শত শত রকেট নিক্ষেপ করে হামাস।

এসব রকেট খুব বেশি কার্যকর না। কোনো কোনো রকেট তৈরি করতে ৫০০ ডলারের মতো খরচ হয়। আর ৫০০ ডলারের রকেট আটকাতে ইসরায়েলের বিলিয়ন ডলারের আয়রন ডোম সক্রিয় করতে হয়।

সামরিক যুদ্ধে ইসরায়েলের সঙ্গে পেরে উঠবে না হামাস। ইরান পারবে কি না, তা-ও নিশ্চিত নয়। কিন্তু ইসরায়েল যে দুর্ভেদ্য বা অজেয় নয়, এটা যদি প্রমাণ করা যায়, তবে ইসরায়েলে নাগরিকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার ভয় বাড়বে।

একই সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাকে যুক্ত করা গেলে ইসরায়েলের অবস্থা আরও নাজুক হবে।

দ্রুত না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এর সুফল পাওয়া যাবে। কারণ, ইসরায়েলের নাগরিকদের বেশির ভাগই অভিবাসী। তাঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইসরায়েল ত্যাগের হারও বাড়ছে।

নিরাপত্তাহীনতা তাঁদের দেশত্যাগের হার আরও বৃদ্ধি করবে। দেশত্যাগ ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ নেতানিয়াহুর রাজনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্নভাবে ইরানকে কোণঠাসা করে ফেলছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। সর্বশেষ সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে হামলার পর ইরানের হাতে আর কোনো বিকল্প ছিল না।

ইরান যদি পাল্টা হামলা না করত বা চুপচাপ হজম করে বসে থাকত, তবে পরবর্তী সময় ইসরায়েলের হামলা আরও বাড়ত ইরানের প্রতি।

একই সঙ্গে ইরানি শাসকেরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যও ইসরায়েলে হামলা করে থাকতে পারেন। এই হামলা শুধু নেতানিয়াহুকে রক্ষা করবে না; ইরানের শাসকদেরও একধরনের সুবিধা দেবে।

সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, এই যুদ্ধ ইরান হারুক বা জিতুক, যা-ই হোক না কেন, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব কার্যত ইরানের হাতে এখন। কারণ, ইরান ছাড়া আর কোনো মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে এতটা সরাসরি কথা বলছে না। হামলা তো অনেক দূরের চিন্তা।

***মারুফ মল্লিক লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক***
***সৌ: প্র: আ:***

# বাবা রামদেব: কর্পোরেট যোগী

**নুরুল ইসলাম**

রামদেব বাবাকে চেনেন? তিনি শুধু যোগাগুরু নন। এই বাবা অনেকের কাছে সাক্ষাৎ ঈশ্বর! তিনি নাকি কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা করে চলেছেন! তিনি বৈদ্যপ্যাথির স্থপতি! বৈদিক-আয়ূর্বেদিক ওষুধের কর্পোরেট বণিক। তার কোটি কোটি অন্ধভক্ত আছে দেশের অলিতে গলিতে। তিনি নাকি ভক্তদের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিয়েছেন! তার একক প্রচেষ্টায় নাকি দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে গেছে! তার যোগা যেমন অব্যর্থ তেমনি তার ওষুধ! তিনি এখন রাজ-চিকিৎসক! বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে তিনি ভারতরত্ন পাবেন। খুব সম্ভাবনা। প্রায় নিশ্চিত।

এই ভন্ডগুরুকে নিয়ে এক শ্রেণির হিন্দু অন্ধভক্তদের আদিখ্যেতা ভয়ানক দৃষ্টিকটু। তার প্রতিকৃতি দেশের অলিতে গলিতে। বাড়িতে বাড়িতে। মোড়ে মোড়ে। এদেশের এত শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত মানুষ কিভাবে তার অন্ধভক্ত হল তা গবেষণার বিষয়। উল্কারগতিতে তার জনপ্রিয়তা বেড়েছে ।

বিস্ময়কর! কিভাবে সম্ভব হল! কী তার রসায়ন! সকলেই জানেন। তিনি একজন কর্পোরেট যোগী। ধর্ম বিশ্বাসকে মূলধন করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা। যোগা শাস্ত্রের পেটেন্ট তার অধীন। তিনি যোগা এমব্যাসাডর। পৃথিবীর দেশে দেশে যোগা বিপণনে তার ভূমিকা অসামান্য।

রামদেবের আসল নাম জানি না। প্রতিটি ধর্মবাবার আসল নাম কি তা ভক্তরাও জানে না। ঈশ্বরত্ব লাভের পর তারা বাবা মায়ের দেওয়া নাম পাল্টে দিয়ে থাকেন। এটা রীতি। জটিল সমাস নির্মিত সংস্কৃত নাম। রামদেব যোগাগুরু। ধর্ম নিয়ে খুব বেশি বক্তব্য রাখেন না। তার পান্ডিত্য নিয়ে সন্দেহ আছে। তা সত্ত্বেও, হিন্দু সম্প্রদায়ের বিশাল সংখ্যক মানুষের কাছে তিনি ঋষি। মহর্ষি। মহামানব। একথা সত্য, হাজার হাজার বছর আগে এদেশের মণিঋষিরা আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি স্বাস্থ্য চর্চার সফল শৈলী আবিষ্কার করেন। তখন এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আবিষ্কার হয়নি। বৈদ্যরা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ থেকে উদ্ভাবন করেন ওষুধ। তাছাড়াও, শারীরিক কসরতের মাধ্যমে শরীর চর্চা সূচনা হয় সেকালে। এই পদ্ধতিকে বৈদিক পরিভাষায় যোগা বলা হয়। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের পর এসব চিকিৎসা পদ্ধতিকে সেকেলে বলে মানুষ

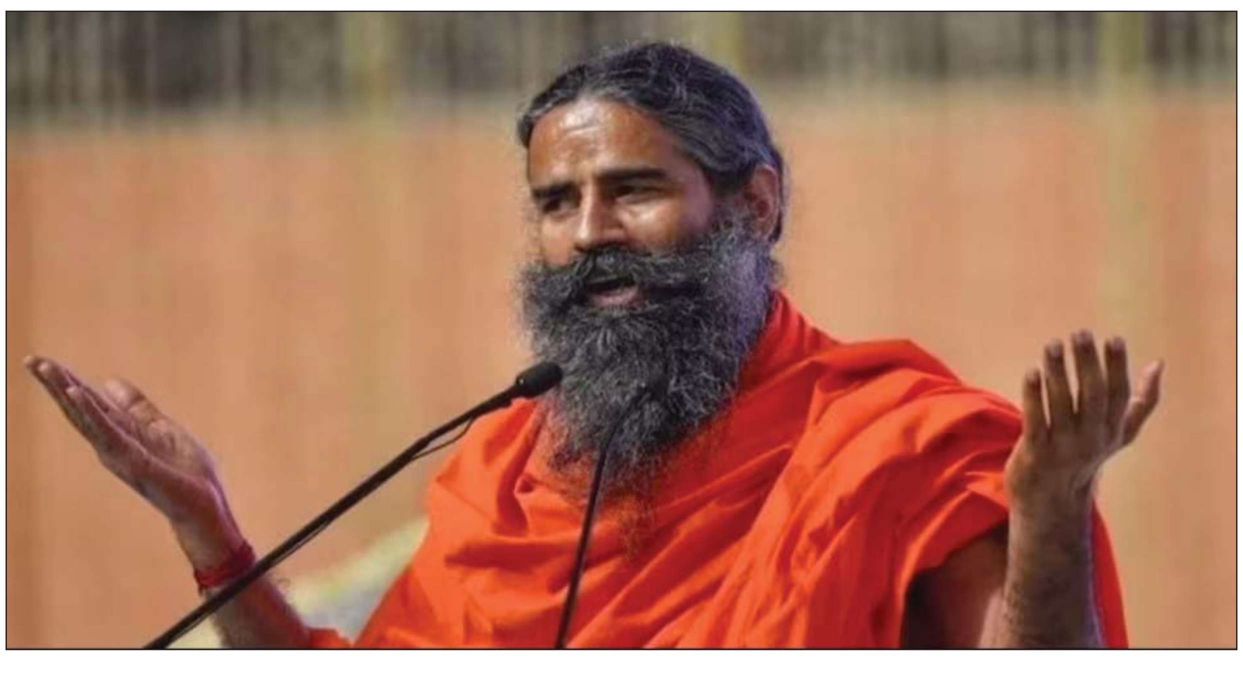

প্রত্যাখান করেছে। কিছু অশিক্ষিত ও ধর্মান্ধ ছাড়া আয়ুর্বেদ ও যোগাতে খুব বেশি মানুষ বিশ্বাস পোষণ করে না । রামদেব এদেশের কোটি কোটি মানুষের মনে ধর্ম ও ধর্মাশ্রিত বৈদিক শারীর চর্চা ও গাছগাছালিজাত ওষুধের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটাই তার বড় সাফল্য।

ধান্দাবাজ

অনেকেই প্রশ্ন করেন, রামদেব বাবা আধ্যাত্মিক গুরু না ব্যবসায়ী? বস্তুত তিনি বড় উদ্যোগপতি। ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যে তিনি দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। মানুষের এমন কোনো রোগ নেই যে বিষয়ে তার যোগা বা ওষুধ নেই! এমনকি করুণার ওষুধ থেকে ক্যান্সার সব বিষয়ে নাকি তার ওষুধ অব্যর্থ! তার আবিষ্কৃত ওষুধ নাকি তার ভক্তদের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিয়েছে। বিশাল সংখ্যক হিন্দুদের কাছে তিনি এখন মাসিহা হয়ে উঠেছেন। দেশের প্রায় প্রতিটি মহল্লা ও বস্তি থেকে শহরের এলিট এলাকায় সর্বত্র তার বিশাল বিশাল প্রতিকৃতি। তার নামে বিপণন কেন্দ্র। গ্রামের ফাঁকা মাঠ আর শহরের বড় বড় পার্কে তার শেখানো পদ্ধতিতে শারীরিক কসরতের অনুশীলন চলছে। বাণিজ্যিক টিভি চ্যানেলগুলো তার যোগা প্রদর্শন করে চলেছে। নিত্যনৈমিত্তিক। বিজেপি দল ও ভারত সরকার তার পৃষ্ঠপোষক। রামদেব বাবার ভক্তরা বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক। মোদিজীর অন্ধভক্ত। দেওয়া ও নেওয়ার সম্পর্ক। দুর্দান্ত রসায়ন।

রাজনীতির কারবারি

রামদেব বাবা ধর্মযোগী না, যেমন আর এক ভন্ডবাবা যোগী আদিত্য নাথ। উত্তর প্রদেশের যোগী বাবা মূলত একটি মন্দিরের বা মঠের অধ্যক্ষ। মঠেশ্বর। তিনি এখন যোগী থেকে সফল রাজনীতিবিদ। এখন তিনি দেশের বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের ভাবী প্রধানমন্ত্রী! এই বাবা নাকি বর্তমান বৈদিক রাজনীতির স্থপতি। তিনি পাশ্চাত্য পলিটিক্সে বিশ্বাস করেন না। তিনি রাজকর্ম পরিচালনা করেন গেরুয়া বসন পরে। তিনি অধিকাংশ সময় গেরুয়া বসন পরে থাকেন। তার অন্ধভক্তরা সগর্বে বলে, তিনি নাকি বিধর্মীদের ঠান্ডা করে দিয়েছেন। এভাবে তিনি ভক্তদের মাঝে খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। রাজ্যের অধিকাংশ বিধর্মী বিরোধীদের নাকি তিনি প্রায় নির্মূল করে দিয়েছেন। এজন্য তার ভক্তরা তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চায়।

এদেশের রাজনৈতিক বাবারা এখন নতুন ও অভিনব রাজনৈতিক প্রটোকল উদ্ভাবন করে ফেলেছেন। গেরুয়া বসন, দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু, আবার কেউ কেশহীন, ললাটে রাঙা দীর্ঘ তিলক আর অহরহ মুখে জয় শ্রী রাম। কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক। সংস্কৃত পরিভাষা। কথায় কথায় বৈদিক উপাখ্যান। তারা নিজেদের কখনো হিন্দু বলে। কখনো আর্য বলে। কখনো সনাতনী বলে। আবার তারা নিজেদেরকে গণতন্ত্রের জনক বলে। তবে তারা আবার রাজতন্ত্রের ভক্ত। রাজা, মহারাজা, রাণী ও মহারাণী তাদের আরাধ্য। তাদের রূপকথা, লোককথা ও কিংবদন্তি ছেয়ে আছে রাজ বন্দনা ও রাজ মহিমা কীর্তনে। সম্প্রতি রামদেব বাবাকে সুপ্রিম কোর্ট খুব অপমান করেছে। কোর্ট তাকে মিথ্যাবাদী, শঠ, প্রতারক ও ধান্দাবাজ প্রমাণ করেছে। তার ক্ষমা প্রার্থনা পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। তার এই অপমানে অন্ধভক্তরা খুব আহত হয়েছেন। মহামান্য কোর্টের বিচারপতিরা দেশের মানুষের আস্থা ও ভক্তির প্রতি কখনো কখনো আস্থা প্রকাশ করেন। আবার মাঝে মাঝে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। পূর্বে আশারাম বাপু ও রামরহিম বাবাকে কোর্ট খুব অপমান করেছে। অথচ এরা প্রত্যেকেই আমাদের দেশের বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের গুরু। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক গুরু। দেশের রাজনীতিতে হিন্দুত্ব লহর সৃষ্টিতে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। হিন্দুত্ব লহর সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের তারা উদ্ভাবক।

দেশের বর্তমান রাজনীতিতে মৌলবাদী, উগ্রবাদী, বিভেদকামী ও ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানে রামদেব বাবাদের অবদান অজস্র। এই ভন্ডগুরুকে চিনে রাখুন। তার অন্ধভক্তদেরকেও চিনে রাখুন।

প্রথম নজর

# বনগাঁয় বিশ্বজিৎকে জয়ী করতে মরিয়া তৃণমূল নেতৃত্ব

**এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ**

**আপনজন:** বনগাঁ লোকসভার অন্তর্গত সবকটি পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের দখলে। প্রায় সবকটি গ্রাম পঞ্চায়েতও তৃণমূলের, কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বদের মাথা ব্যাথার কারণ বিধানসভা এবং লোকসভায় পরাজয় নিয়ে। গত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি জয়ের পর পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূলের ফল বেশ খারাপই হয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ফের শক্তি অর্জন করতে মরিয়া। অনেকের মতে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রচারের ক্ষেত্রে ময়দানে বিজেপির তুলনায় তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই এগিয়ে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা কার্যত নিজের নিজের এলাকার ফলাফল ভালো করতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছেন, তা একেবারেই স্পষ্ট। পাশাপাশি বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস প্রার্থী ঘোষণার আগে থেকেই নিয়মিত জনসংযোগ বজায় রেখেছেন। পাশাপাশি অন্যান্য নেতৃত্বরা এলাকায় সংগঠন মজবুত করে লোকসভার তরি পার করতে নিয়মিত চ্যাটা বৈঠক, কর্মী সম্মেলন, পথসভা করে চলেছেন। অন্যদিকে বিজেপি নেতৃত্বদের বক্তব্য অনুযায়ী রাম মন্দির, 'সিএএ' ইস্যু সামনে রেখে বনগাঁ লোকসভায় বিজেপি নিমেষেই জয় পাবে বলে আশাবাদী। সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে গোপালনগরের পাঁচপোতায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জাফর আলী মন্ডল এর নেতৃত্বে আয়োজিত পথসভা থেকে বিশ্বজিৎ দাস কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আশা ব্যক্ত করেন। এ দিন জাফর আলীর বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়ে তৃণমূলের কয়েকশো কর্মী সমর্থকরা হাত তুলে বিশ্বজিৎ দাসকে জয়ী করার লক্ষ্যে সংকল্প গ্রহণ করেন। তৃণমূল সরকারের সময়কালে এলাকার উন্নয়ন, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধার পরিসংখ্যান এবং লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের দেওয়া ইস্তেহার তুলে ধরার পাশাপাশি জাফর এদিন কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের একাধিক জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরব হন এবং বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরকে নিশানা করে কড়া সমালোচনা করেন। অন্যদিকে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান তৃণমূল নেতা জাফর আলী মন্ডল।

# জোর ভোট প্রচারে এসইউসিআই প্রার্থী

**কুতুবউদ্দিন মোল্লা ● ক্যানিং**

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রচার শুরু করলেন এসইউসিআই প্রার্থী কল্পনা দত্ত নস্কর। বৃহস্পতিবার জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোসা বাজার ও বিভিন্ন একাধিক গ্রামে গিয়ে প্রচার সারলেন। তিনি যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বাসীর জন্য কাজ করতে চান বলে বার্তা দেন। ধোসা বাজারে ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ীদের থেকে আশীর্বাদ নেন।যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কল্পনা দত্ত নস্কর।এছাড়া বলেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ও সংগ্রামী রামপন্থার মর্যাদা রক্ষার্থে সকলকে একতা হতে হবে।

পাশাপাশি প্রচারে এসে একরাশ ক্ষোভ উপড়ে দেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী কল্পনা দত্ত নস্কর।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক মন্ডলইর সদস্য গোপাল সাহু, আঞ্চলিক নেতৃত্ব কমরেড নিরঞ্জন, মনোরঞ্জন ,প্রতিমা নস্কর, নির্মল সরদার, হামিদ সাঁপুই সহ প্রমুখ।

# প্রাক্তন সাংসদের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** লিজ নেওয়া পুকুরকে কেন্দ্র করে প্রাক্তন সাংসদ জগন্নাথ সরকারের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ, পাল্টা মারধর করার অভিযোগ জগন্নাথ সরকারের নিরাপত্তার রক্ষীদের বিরুদ্ধে। প্রায় আধাঘন্টা আটকে রাখা হয় জগন্নাথ সরকারের গাড়ি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার শান্তিপুর থানার আরবান্দি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডংখিড়া নিমতলা এলাকায়। জানা যায় জগন্নাথ সরকারের বাড়ির পাশের গ্রাম নিমতলা এলাকায় দীর্ঘ ১৫ বছর আগে সেখানকার বাসিন্দা কুশ মুন্ডার কাছ থেকে কিছু জমি লিজ নেয়। সেই জমি লিজ

নেওয়ার পর জগন্নাথ সরকার নিজেই সেখানে মাটি কেটে পুকুর তৈরি করে মাছ চাষ করতেন। মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুরের চারপাশে কিছু গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরে লিজ নেওয়ার মেয়াদ নিয়ে কুষ মুন্ডার পরিবারের সঙ্গে জগন্নাথ সরকারের কিছু সমস্যা চলছিল। জগন্নাথ সরকারের দাবি, এখনো সময়সীমা অতিক্রান্ত করতে বেশ কয়েক মাস রয়েছে।

# অধীরের হাত ধরে মনোনয়ন জমা দিলেন মুহাম্মদ সেলিম

**রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর**

**আপনজন:** যাবতীয় জল্পনা উড়িয়ে অধীর-সেলিম ঐক্য দেখা গেল মুর্শিদাবাদে। অধীর চৌধুরীর হাত ধরে মনোনয়ন জমা দিলেন মহম্মদ সেলিম।

ভোট শুরুর একদিন আগে বাংলায় দারুণ সৌজন্যর ছবি। এক ফ্রেমে ধরা দিলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং মহম্মদ সেলিম। প্রচারে বেরিয়ে শুধু পাশাপাশি হাঁটা নয়, অধীরের গলায় দেখা গেল সিপিএম-এর উত্তরীয়!

জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস ও সিপিএম প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিলেন বহরমপুরে। বৃহস্পতিবার বহরমপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনে জঙ্গিপুর লোকসভার কংগ্রেস প্রার্থী মুর্তজা হোসেন ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী মহম্মদ সেলিম মনোনয়নপত্র জমা দেন। দুই পক্ষের তরফে বিরাট মিছিল করা হয়। এই মিছিলেই একসঙ্গে হাঁটতে দেখা যায় সেলিম এবং অধীরকে।

২০২৪ লোকসভা ভোটের আগে এই প্রথমবার এক ফ্রেমে অধীর চৌধুরী-মহম্মদ সেলিম। বহরমপুরের বুকে মিছিল করে শক্তিপ্রদর্শন করলেন বাম-কংগ্রেস নেতা কর্মীরা। তাতে সবার সামনের সারিতে ছিলেন অধীর-সেলিম। সেলিমের গলায় এদিন কংগ্রেসের কোনও উত্তরীয় দেখা না গেলেও অধীরের গলায় শোভা পেল কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নের উত্তরীয়। অধীর চৌধুরীকে দেখে এক মুহূর্তে মনে হতে পারে, তিনি বুঝি দীর্ঘদিন বামপন্থী আন্দোলন করা কোনও 'কমরেড'। মনোনয়নের মিছিলেই অধীরকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিলেন সেলিমরা। বিরাট মিছিল করে বহরমপুর কাঁপালো বাম-কংগ্রেস নেতৃত্ব । এ বিষয়ে সেলিম বলেন " জন জোয়ারের কথা শুনেছো আজকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে বাম কংগ্রেস দেখিয়ে দিলো জনজোয়ার কাকে বলে। মুর্শিদাবাদে সেলিম জিতবে তাই নয় , মুর্শিদাবাদের তিনটি আসনেই বাম কংগ্রেস জয়ী হবে।"

মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে শক্তিপুরে রামনবমী মিছিলে পাথর নিক্ষেপ ও দুষ্কৃতীদের হাতে আহত কয়েকজন। এ বিষয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন " তৃণমূল এবং বিজেপি চক্রান্ত করে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে , কিন্তু বামপন্থীরা থাকতে তা কখনই হতে দেবে না। "

অধীরকে দেখে তাঁকে স্বাগত জানান সেলিম। পড়িয়ে দেন, সিপিএমের নির্বাচনী প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি-তারা ছাপা উত্তরীয়। সেলিমের দেওয়া উত্তরীয় সাদরে গ্রহণ করেন অধীর। অধীরের কেন্দ্রে ভোট ১৩ মে। বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী আরও দু'তিন দিন পরে মনোনয়ন জমা দেবেন।

# হাজী নুরুলের সমর্থনে যুব তৃণমূলের কর্মীসভা

**মনিরুজ্জামান ● ,হাড়োয়া**

**আপনজন:** উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়া ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার হাড়োয়ার শালিপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় খালিসাদী কমিউনিটি হলে বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজি সেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মীসভায় উপস্থিত হয়ে বসিরহাট লোকসভা নির্বাচন কোর কমিটির সদস্য ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ তাঁর বক্তব্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তি তুলে ধরেন। পাশাপাশি তৃণমূলের তরফে ইস্তেহারে যে ১০ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার ব্যাখ্যা করে বলেন, প্রথমত, বর্ধিত আয়, শ্রমিকের সহায়,সমস্ত জবকার্ড হোল্ডারদের ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি যুক্ত কাজ প্রদান করা হবে। দেশের সর্বত্র শ্রমিকদের বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি হবে দৈনিক ৪০০ টাকা। দ্বিতীয়ত,দেশ জুড়ে বাড়ি। দেশের সকল দরিদ্র পরিবারের জন্য আবাসন নিশ্চিত। প্রত্যেককে নিরাপদ ও পাকা বাড়ি প্রদান করা হবে। তৃতীয়ত,জ্বালানির জ্বালা কমবে।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হাড়োয়া ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি ফরিদ জমাদার, স্থানীয় অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোক্তার মোল্লা, মহিলা নেত্রী কৃষ্ণা মন্ডল, হাজি জামাত আলি, বিপ্লব, শিক্ষক আরাবুল ইসলাম প্রমুখ।

# সাজদা-র সমর্থনে রোড শো আমতায়

**সুরজীৎ আদক ● আমতা**

**আপনজন:** হাওড়া গ্রামীণ জেলার উলুবেড়িয়া লোকসভার নির্বাচন হাতে গোনা এখনও এক মাস বাকি!তবে প্রচারে ঢিলেমি রাখছেনা বর্তমান রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটায় আমতা বিধানসভার কল্যাণপুর অঞ্চলের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাড়িতে গিয়ে শরৎচন্দ্রের মূর্তিতে মাল্যদান করে শুরু করলেন ওইদিনের প্রথম পর্বের প্রচার শুরু করলেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ।এরপর ওই কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল-কে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণপুর এবং সাবসীট অঞ্চলের একাধিক এলাকায় হুড খোলা গাড়ী এবং টোটোয় চড়ে প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন প্রার্থী।প্রচারে বেরিয়ে দিদির উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরলেন তিনি।এদিনের এই প্রচার পর্বে দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল, আমতা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সেলিমুল আলম, কল্যাণপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নির্মল প্রামানিক, সাবসিট অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তপন সামন্ত, তৃণমূল নেতা গোলাম খান প্রমুখ।প্রথম পর্বের শেষে বিকেলের দিকে ঝামটিয়া,জয়পুর,অমরাগড়ি ঝিকিরা,বি.কে.বাটি এই পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও রোড শো-র মাধ্যমে প্রচার সারেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ।

# মন্ত্রীর হাত ধরে ১৫০০ বাম কর্মী তৃণমূলে

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** মন্ত্রী তজমুল হোসেন এর হাত ধরে দৌলতপুর অঞ্চলের ডাহুয়া, বালাপাথর এবং লতাসি বুথের সিপিএমের তিন পঞ্চায়েতের বুথ মেম্বার সহ প্রায় ১৫০০ সিপিএম কর্মী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। এ দিন দৌলত পুর অঞ্চলের লতাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। লোকসভা ভোটের আগে এই যোগদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন শাসক দল।ওই তিন বুথের সিপিএম বুথ মেম্বার নৌসেরা বেবি, মোহাম্মদ ইসমাইল এবং শেফালী খাতুন আজ তৃণমূলে যোগদান করলেন। তাদের দাবি দিদির উন্নয়নের জন্যই তারা তৃণমূলে যোগদান করছেন। তৃণমূলের থেকে তারা মানুষের সেবা করতে পারবেন। তাই সিপিএম ছেড়ে তারা তৃণমূলে যোগদান করছেন। এই যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রি তজমুল হোসেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জহিরুদ্দিন বাবর সহ একাধিক নেতৃত্ব। মন্ত্রী তজমুল হোসেন জানান মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের প্রভাবিত হয়ে এলাকার পনেরশো কর্মী সহ তিন সিপিএম নেতা আজ তৃণমূলের যোগদান করলেন।

# সোনমুখীতে সাধু সেবা

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন পৌরশহর সোনামুখীতে অনুষ্ঠিত হল নরনারায়ন সেবা ও সাধু সেবা। সোনামুখী পৌরশহরের রতনগঞ্জ এলাকায় বসেছে নতুন আকড়া এবং নতুন আখড়ায় বাউল গানের আসর বসেছে । পাশাপাশি রতনগঞ্জ একাদশের উদ্যোগে নতুন আখড়ায় আয়োজন করা হয়েছিল নরনারায়ণ সেবা ও সাধু সেবার । যেখানে প্রায় তিন হাজার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন । সকলের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো । তবে শুধুমাত্র সোনামুখী পৌরশহর নয় আশেপাশের এলাকার মানুষরাও এদিন অংশগ্রহণ করেছিলেন । এদিন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন ।

# ভগবানগোলার তৃণমূল ও কংগ্রেস প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** আগামী ৭ই মে মুর্শিদাবাদ লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার ১৯শে এপ্রিল এই কেন্দ্রে মনোনয়ন জমার শেষ দিন। ২২শে এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন।

উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকার এবং কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জু বেগম বৃহস্পতিবার মনোনয়ন জমা করেন। এদিন দুপুরে কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে মিছিল করে দুই দলের প্রার্থীরাই মনোনয়ন জমা করতে পৌঁছান লালবাগ মহকুমা অফিসে। প্রথমে মনোনয়ন জমা করতে প্রবেশ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর রিয়াত হোসেন সরকার। তিনি মনোনয়ন জমা করে বেরিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জু বেগমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তারপরেই কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জু বেগম নিজের মনোনয়ন জমা করেন।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকারের সঙ্গে মনোনয়নের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদের বিদায়ী সাংসদ তথা লোকসভার প্রার্থী আবু তাহের খান, বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অপূর্ব সরকার ডেভিড, রানীনগর বিধানসভার বিধায়ক সৌমিক হোসেন, রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদিকা শাওনী সিংহ রায়, জেলা পরিষদ সদস্য আবু সায়েম রিপন সহ ভগবানগোলা এক ও দুই ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বরা।

অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী আঞ্জু বেগমের সঙ্গে মনোনয়ন জমা দিতে উপস্থিত ছিলেন দুই ব্লকের কংগ্রেস নেতৃত্বরা। পাশাপাশি বাম নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন জমা করতে যান তিনি।

দুই প্রার্থী নিজেদের মনোনয়ন জমা করে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নিজেদের জয় নিশ্চিত বলে দাবী করেন। যদিও ভগবানগোলা বিধানসভা উপনির্বাচনে কার পাল্লা ভারী হবে, তা বলবে আগামী ৪ঠা জুনের ফলাফল।

# বিজেপির পঞ্চায়েত প্রার্থী তৃণমূলে গেলেন

**মুহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘী**

**আপনজন:** উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের দোমোহনা অঞ্চলের ১৫ নম্বর আসনে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বীতা প্রার্থী (কন্টেস্টিং মেম্বার) সরিতা রাজভর সহ প্রায় ৫০টি পরিবার ফতেপুর বুথের ফজলু হক ও মুন্টু মাস্টারের নেতৃত্বে ও করণদিঘী বিধানসভার বিধায়ক গৌতম পালের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেন বৃহস্পতিবার। এ ৫০টি বাড়ি নিয়ে বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সদস্য যোগ দিলেন । এ বিষয়ে করণদিঘী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদ শেখ মন্টু জানান করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল আমাদের যমুনা অঞ্চল জুড়ে লোকসভা নির্বাচনের মিছিল করলেন পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি ছেড়ে কনটেস্টিং মেম্বার সরিতা রাজভর সহ প্রায় ৫০ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন। তৃণমূল নেতা ফজলু হক বলেন বিজেপি উন্নয়নের কাজ করতে পারছে না, তাই তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন দেখে কনটেস্টিং মেম্বার সহ ৫০ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন।

# রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সরব হলেন সায়নী ঘোষ

**জাহেদ মিস্ত্রী ● সোনারপুর**

আপনজন: রাজ্যপাল তার সাংবিধানিক সীমা অতিক্রম করছেন, বাংলার মানুষ এর জবাব দেবেন বলে জানালেন সায়নী ঘোষ। রাত পোহালেই আগামীকাল প্রথম দফার ভোট তার আগে তৃণমূল আত্মবিশ্বাসী বলে সোনারপুর উত্তর বিধানসভা এলাকায় প্রচারে বেরিয়ে জানান তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেত্রী তথা যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সায়নী ঘোষ। প্রতি হিংসা পরায়ণ আচরণ করে এ রাজ্যে ভোটের দফা বাড়ানো হয়েছে, শুধু তাই নয় ইডি সিবিআই ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। সায়নীর দাবি দার্জিলিং থেকে কাকদীপ বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। এতকিছুর পরেও তৃণমূলই জিতবে বলে জানান তিনি। আগামীকাল প্রথম দফার ভোট হলেও যাদবপুরে একেবারে শেষদফার ভোট ফলে প্রচারের এখন আছে ৪২ দিন বাকি রয়েছে, এরফলে তাদের অনেক সুবিধা হবে বলে জানান তিনি। বৃহস্পতিবার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ৩২ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে এদিন বিকেল থেকে নির্বাচনী প্রচারে নামেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# সামার কিটস বিলি বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বিধাননগর**

**আপনজন:** বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় সামার কিটস প্রদান করা হলো। বিভিন্ন ট্রাফিক বুথে ঘুরে ঘুরে পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা এই সামার কিটস তুলে দেন ট্রাফিক পুলিশ ও ট্রাফিকে কর্তব্যরত সিভিকদের হাতে। এই সময় কি করণীয় সেটাও জানিয়ে দেন গৌরব শর্মা।

প্রতিদিন বাড়ছে তাপমাত্রা। যার ফলে তীব্র গরমে হাঁসফাঁস গোটা বাংলা। আর এই গরমে রোদে দাঁড়িয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে অনবরত কাজ করে চলেছে ট্রাফিক পুলিশ। তাদের কথা মাথায় রেখে তারা যাতে এই গরমে সুস্থ থাকে ঠিক ভাবে ডিউটি করতে পারে তার জন্য দেওয়া হলো সামার কিটস। বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট এর কমিশনার গৌরব শর্মা নিউটাউন নারকেল বাগান মোরড় থেকে শুরু করেন সামার কিটস দেওয়া। আজ গোটা বিধান নগর জুড়ে যত ট্রাফিক বুথ আছে সেখানে ভিজিট করে এই কিটস ব্যাগ তুলে দেবেন। কি কি আছে এই সামার কিটসে ? আছে একটি ছাতা, মাস্ক, গ্লুকজ, ওয়ারেস, চশমা, জলের বোতোল সহ প্রয়োজনীয় জিনিস। শুধু কিটস দেওয়াই নয় যে সমস্ত ট্রাফিক পুলিশ এই রোদে ডিউটি করছে তাদের কি করণীয় সেই বিষয় গুলো জানিয়ে দেন তিনি।

# বাস-বাইকের সংঘর্ষে মৃত চালক

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা বাইক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত এক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার বারোমাসিয়া এলাকায় স্থানীয় সূত্রে জানাযায় ধনিরামপুরের দিক থেকে ডোমকলে যাচ্ছিল মোটর সাইকেল চালক ওপর দিক থেকে আসছিল যাত্রীবাহী বাস তখনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে ঘটনায় বাইক থেকে ছিটকে পড়ে রাস্তার ধারে বাইক চালক। দুর্ঘটনার শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয় মানুষজন,স্থানীয়রা ঘটনার খবর দেয় সাগর পাড়া থানায় খবর পেয়ে ছুটে যায় সাগর পাড়া থানার পুলিশ পুলিশ গিয়ে আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে স্থানীয় সাগর পাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে মৃতের নাম জানা যায় নিখিল বিশ্বাস বয়স আনুমানিক ৪৫। বাড়ি সাগরপাড়া থানার ধনিরামপুর কান্দিপাড়ায়।

# সোনারপুরের বোমা উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর**

**আপনজন:** সোনারপুরের রাধানগরে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে । রাধানগরের উত্তরপাড়ায় অজয় মন্ডল নামে এক ব্যক্তির বাড়ির পাঁচিলের উপর একটি বিশাল আকারের বোমা পাওয়া যায়। আজ সকালবেলা বাড়ির লোক উঠে দেখতে পান যে পাঁচিলের উপরে একটি বিশাল বড় বোমা রাখা রয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে বাড়ির লোকসহ এলাকাবাসী।

# টাইব্রেকারে হেরে ম্যানচেস্টার সিটির বিদায়, সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ

**আপনজন ডেস্ক:** ম্যানচেস্টার সিটি ১: ১ রিয়াল মাদ্রিদ (দুই লেগ মিলিয়ে ৪:৪ সমতার পর টাইব্রেকারে রিয়াল ৪:৩ ব্যবধানে জয়ী)
টাইব্রেকারের শেষ শটে আন্তনিও রুডিগার বলই জালে জড়ালেন না, প্রায়শ্চিত্তও করলেন।
তাঁরই ভুলে ম্যাচে সমতা এনেছিল ম্যানচেস্টার সিটি, অতিরিক্ত সময়ে গোলের সবচেয়ে বড় সুযোগটিও মিস করেছেন তিনিই। শেষ পর্যন্ত সেই রুডিগারের শটেই টাইব্রেকারে ম্যানচেস্টার সিটিকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। যে জয়ে আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে ১৪বারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নরা। আর গতবারের চ্যাম্পিয়নরা বিদায় নিল শেষ আট থেকেই। গত আসরে সিটির কাছে হেরেই সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ।
এবারের সেমিফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ। অপর সেমিফাইনালে পিএসজির প্রতিপক্ষ বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।
ইতিহাদের ম্যাচটিতে ম্যানচেস্টার সিটি হেরেছে আসলে রিয়ালের রক্ষণের কাছে। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় বলে দখল, বেশি আক্রমণ আর বেশি দাপট দেখালেও রিয়ালের রক্ষণ দেয়াল ভেদ করতে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে সিটিকে। যে দেয়ালের সর্বশেষ রক্ষক ছিলেন গোলকিপার আন্দ্রে লুনিন।
রিয়াল গোলকিপার টাইব্রেকারেই প্রতিহত করেছেন বের্নার্দো সিলভা ও মাতেও কোভাচিচের শট। বিপরীতে সিটি গোলকিপার এদেরসন আটকাতে পেরেছেন শুধু লুকা মদরিচের শট।
এর আগে বার্নাব্যুর ৩-৩ সমতার স্কোরলাইন ইতিহাদের ১২ মিনিটেই রিয়ালের পক্ষে ৪-৩ বানিয়ে দেন রদ্রিগো। জাতীয় দল সতীর্থ এদেরসন তাঁর নেওয়া শট প্রথমে রুখে দিলেও ফিরতি যাত্রায় আবার পেয়ে জালে জড়াতে ভুল করেননি এই ব্রাজিলিয়ান।
গোল হজমের পর ম্যানচেস্টার সিটি অবশ্য আক্রমণের ধার বাড়ায়। আর্লিং হলান্ড অনেকটা আড়ালে পড়ে থাকলেও রিয়াল রক্ষণে বারবার ভীতি ছড়ান কেভিন ডি ব্রুইনা, ফিল ফোডেন, জ্যাক গ্রিলিশরা।
সিটির লাগাতার আক্রমণের মুখে রিয়ালের রক্ষণ ছিল জমাট, সুগঠিত। তবে ৭৬ মিনিটে রুডিগারের মুহূর্তের দুর্বলতায় সেটি আর থাকেনি। সিটিকে সমতায় ফেরান ডি ব্রুইনা। নব্বই মিনিটের খেলা দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৪ সমতায় শেষ হওয়ার পর অতিরিক্ত আধা ঘণ্টাও যায় একই ধারায়। এ সময়ে গোলের ভালো সুযোগটি ছিল রুডিগারের সামনে। জার্মান ডিফেন্ডার ১০৫ মিনিটে ৬ গজ বক্সের ভেতর নেওয়া শট বারের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারেন।
ইংল্যান্ডে এসে রিয়ালের জয় নিয়ে ফিরছেন জুড বেলিংহাম
ইংল্যান্ডে এসে রিয়ালের জয় নিয়ে ফিরছেন জুড বেলিংহামএক্স
তবে শেষ পর্যন্ত রিয়ালের জয়ের মুহূর্তটা এনে দিয়েছেন রুডিগারই। এ নিয়ে রেকর্ড ১৭তম বার চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ।

# পাকিস্তানের বিপক্ষে নিয়মিত সিরিজ খেলতে চান রোহিত

**আপনজন ডেস্ক:** রাজনৈতিক বৈরিতায় ভারত ও পাকিস্তান ক্রিকেট দল এক যুগের বেশি সময় ধরে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হয় না। তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের লড়াই দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বিশ্বকাপ কিংবা এশিয়া কাপের দিকে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকতে হয়।
টেস্টে ভারত-পাকিস্তানকে মুখোমুখি হতে দেখা গেছে আরও আগে, ২০০৭ সালে। দুই দেশের সরকার নমনীয় না হলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটিকে আবার কবে দ্বিপক্ষীয় সিরিজে খেলতে দেখা যাবে, কে জানে! তবে রোহিত শর্মার চাওয়া, শুধু আইসিসি বা এসিসির টুর্নামেন্ট নয়; টেস্ট ক্রিকেটের স্বার্থে ভারত-পাকিস্তান নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় সিরিজে মুখোমুখি হোক। গত রাতে 'ক্লাব প্রেইরি ফায়ার' নামের পডকাস্টে নিজের অভিমত তুলে ধরেন ভারতের অধিনায়ক।
পডকাস্টে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন রোহিতকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার কি মনে হয় না, ভারত-পাকিস্তান নিয়মিত মুখোমুখি হলে তা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য চমৎকার ব্যাপার হবে?'
উত্তরে রোহিত বলেন, 'আমি পুরোপুরি তা বিশ্বাস করি। ওরা (পাকিস্তান) দল হিসেবে দারুণ। ওদের বোলিং লাইন আপ অসাধারণ। আমি মনে করি দারুণ এক প্রতিযোগিতা হবে, বিশেষ করে খেলাটা যদি বিদেশের কন্ডিশনে হয়। সর্বশেষ ভারত-পাকিস্তান ২০০৬ বা ২০০৮ সালে (আসলে ২০০৭ সালে) টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে। কলকাতায় হওয়া ম্যাচটিতে ওয়াসিম জাফর ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন।'
২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত ৩ ম্যাচের সেই টেস্টে সিরিজে ভারত ১-০ ব্যবধানে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল। দিল্লিতে প্রথম টেস্ট ৬ উইকেটে জিতে নেয় অনিল কুম্বলের নেতৃত্বাধীন ভারত। কলকাতা ও বেঙ্গালুরুতে পরের দুই টেস্ট হয় ড্র। ওই সিরিজে পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেন দুজন—শোয়েব মালিক ও ইউনিস খান। ভন এরপর রোহিতকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি নিয়মতি পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে চান কি না।
রোহিতের উত্তর, 'আমি চাই। সেটা হলে ভালোই হবে। দিন শেষে আমরা প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকতে পারব। আমার মনে হয় দুই দলের লড়াইটা হাড্ডাহাড্ডি হবে। যাই হোক, আমরা এখন আইসিসির টুর্নামেন্টে খেলছি। তাই অন্য কোনো সিরিজে খেলা ব্যাপার না। আমার সব আগ্রহ নির্ভেজাল ক্রিকেট নিয়ে। এটা হবে নির্ভেজাল ক্রিকেট। এটাও ব্যাট-বলেরই লড়াই। তাহলে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ সিরিজ খেলতে আপত্তি কোথায়?' সর্বশেষ গত বছরের অক্টোবরে ওয়ানডে বিশ্বকাপে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-পাকিস্তান। ম্যাচটি হয়েছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া ভেন্যু আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে।

# আহমেদাবাদে গুজরাতকে গুঁড়িয়ে দিল্লির রেকর্ড জয়

**আপনজন ডেস্ক:** পয়েন্ট তালিকার ৬ ও ৯ নম্বর দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল শুধু একটি জয়। লড়াইটা হওয়ার কথা ছিল হাড্ডাহাড্ডিই। তবে ৯ নম্বর দল দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে ঘরের মাঠে রীতিমতো অসহায় আত্মসমর্পণই করল গত দুবারের ফাইনাল খেলা গুজরাট টাইটানস। আহমেদাবাদে মৌসুমের সর্বনিম্ন ৮৯ রানে গুজরাটকে গুটিয়ে দেওয়ার পর দিল্লি জিতেছে ৬ উইকেটে।
এ মৌসুমে এর আগে সর্বোচ্চ ২৭ বল বাকি রেখে জিতেছিল মুম্বাই ও রাজস্থান। দিল্লির জয় সেখানে এসেছে ৬৭ বল বাকি থাকতে! এর আগে কোনো মৌসুমে এত বল হাতে রেখে জেতেনি দিল্লি, গুজরাটও হারেনি এভাবে। এ হারের পর সাতে নেমে গেছে গুজরাট, দিল্লি উঠে এসেছে ৬ নম্বরে।
টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল গুজরাট। দ্বিতীয় ওভারে ইশান্ত শর্মার বলে কাভারে অধিনায়ক শুবমান গিল ক্যাচ তোলেন, গুজরাটের ধসের শুরু সেটি দিয়েই। প্রথম ৫ ওভারেই তারা হারায় ৪ উইকেট—গিলের পর ফেরেন ঋদ্ধিমান সাহা, সাই সুদর্শন ও ডেভিড মিলার। শুরুর সে ধসের চাপ আর সামাল দিতে পারেনি তারা। আটে নামা রশিদ খানের ২৪ বলে ৩১ রানের ইনিংসই গুজরাটের সর্বোচ্চ, ১৩৩.৩৩-এর ওপর স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করতে পারেননি কেউই। ইনিংসে গুজরাটের একমাত্র ছক্কাটি মেরেছেন রশিদই। তাঁর ইনিংসের সময় অন্তত ১০০ পেরুবে গুজরাট—মনে হচ্ছিল এমন। মুকেশ কুমারের বলে রশিদ আউট হওয়াতে সেটি হয়নি আর। ১৭.৩ ওভারে গুটিয়ে যায় গুজরাট। আইপিএলে তৃতীয় মৌসুম খেলা দলটির এখন এটিই সর্বনিম্ন স্কোর, আগের সর্বনিম্ন ছিল ৯ উইকেটে ১২৫ রান।
আগের ম্যাচে চোট পাওয়ায় খেলতে পারেননি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার, কিন্তু তাঁর অভাব আসলে টেরই পায়নি দিল্লি। দ্বিতীয় ওভারেই থামেন জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, কিন্তু এর আগেই করেন ১০ বলে ২০ রান। গুজরাটের হয়ে অভিষিক্ত সন্দীপ ওয়ারিয়ের আউট করেন দিল্লির দুই ওপেনারকে, সেটি হয়ে থেকেছে সান্ত্বনা হিসেবেই। পাওয়ারপ্লেতে গুজরাটের মতো দিল্লিও হারায় ৪ উইকেট, কিন্তু তার আগেই তারা তুলে ফেলেছে ৬৭ রান।
অধিনায়ক ঋষভ পন্তের ১১ বলে ১৬ রানের অপরাজিত ইনিংসে দাপুটে জয় পেতে আর কোনো ঝামেলা হয়নি দিল্লির।
এমন পারফরম্যান্সের দায় নিজেদের ওপরই নিয়েছেন গুজরাট অধিনায়ক গিল, 'আমাদের ব্যাটিং খুবই গড়পড়তা ছিল। এ ম্যাচকে পেছনে ফেলে দ্রুতই এগিয়ে যেতে হবে। উইকেট ঠিকঠাকই ছিল। যদি আমাদের আউটের ধরন দেখেন—আমার, সাহা ও সাইয়ের পিচের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই ছিল না।'

# পন্তকে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত মনে হচ্ছে পিটারসেন-ব্রডের

**আপনজন ডেস্ক:** বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে, ঋষভ পন্ত ততই আলোচনায় উঠে আসছেন। প্রায় দেড় বছর পর চলতি আইপিএল দিয়ে মাঠে ফেরা পন্ত গতকাল গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে হয়েছেন ম্যাচসেরা। ব্যাট হাতে ১৬ রান এবং উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে দুটি ক্যাচ ও দুটি স্টাম্পিংও করেছেন। বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্বও ছিল। চোট কাটিয়ে ফেরা পন্তের উইকেটের পেছনের এমন তৎপরতাও তাঁকে বিশ্বকাপ দলের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সাবেক দুই ইংলিশ ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেন ও স্টুয়ার্ট ব্রডও পন্তকে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত মনে করছেন। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণহানির শঙ্কায় পড়েছিলেন পন্ত। প্রাণে বেঁচে গেলেও একটা পর্যায়ে মনে হয়েছিল পা কেটে ফেলতে হবে। তবে সব শঙ্কা আর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে পন্ত আবারও ফেরেন খেলার মাঠে। পুরো ২০২৩ সাল মাঠের বাইরে কাটানোর পর পেশাদার ক্রিকেটে ফিরলেন আইপিএলে দলের প্রথম ম্যাচ দিয়ে। এখন পর্যন্ত ৭ ইনিংস ব্যাট করে রান করেছেন ২১০। ৩৫ গড়ে রান করেছেন প্রায় ১৫৭ স্ট্রাইকরেটে। ফিফটি করেছেন দুটো। সেই পুরোনো পন্ত যে ফিরে আসছেন, সেটা মোটামুটি ধরেই নিয়েছেন পিটারসেন। স্টার স্পোর্টসে গতকাল পিটারসেন পন্ত সম্পর্কে বলেছেন, 'পন্তের তৎপরতা ওকেই উৎসাহ জোগাবে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকেও উৎসাহ দেবে। ও যদি পর্যাপ্ত খেলার সুযোগ পায়, তাহলে (বিশ্বকাপের জন্য) প্রস্তুত হয়ে যাবে।' কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ২৫ বলে ৫৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন পন্ত। সেই ইনিংস খেলার পথে তাঁর একটি শট দেখেই ব্রডের মনে হয়েছে পন্ত প্রস্তুত, 'কেকেআরের বিপক্ষে ও ডিপ স্কয়ার লেগের ওপর দিয়ে নো লুক ফ্লিক খেলে। যে মুহূর্তে ও এই শটটা খেলেছে, তখনই আমি ভেবেছি ওর বিশ্বকাপ দলে থাকতে হবে। ও খেলার জন্য প্রস্তুত।'
১ জুন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পন্ত অবশ্য নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে অত দূর ভাবছেন না। গতকাল ম্যাচসেরা হওয়ার পর বলেছেন, 'আগের চেয়ে যেন ভালো করতে পারি, প্রতি ম্যাচে মাঠে নামার আগে একটাই চিন্তা থাকে। রিহ্যাবের সময় থেকেই এই ভাবনা থাকে। প্রতিটি ম্যাচে যে প্রক্রিয়া মেনে চলি, মাঠে নামা এটাই ভালো লাগছে।'

# 'ক্রিকেট ১১ জনের খেলা, ১২ জনের নয়'—আইপিএলে ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়ে রোহিত

**আপনজন ডেস্ক:** আইপিএলে এবার চলছে রান-উৎসব। আগের মৌসুমগুলোতেও আইপিএল রান উৎসব দেখেছে, তবে এবারের মতো নয়। এবারই প্রথম আইপিএলে রান উঠেছে ওভারপ্রতি ৯-এর বেশি। আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ তিনটি দলীয় স্কোর এসেছে এ বছর, সর্বোচ্চ পাঁচটির মধ্যে অবশ্য চারটিই এ বছর এসেছে।
কেন এমন রান উঠছে, সেই প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আইপিএলের ইমপ্যাক্ট-সাব বা ইমপ্যাক্ট-বদলির নিয়ম ভালোভাবে কাজে লাগানোর ফলেই এমন রানপ্রসবা মৌসুম দেখা যাচ্ছে। এই নিয়ম নিয়ে বিতর্ক আছে। ভারতের তিন সংস্করণের অধিনায়ক রোহিত শর্মাই এই নিয়মের পক্ষে নন।
'ক্লাব প্রেইরি ফায়ার' পডকাস্টে রোহিতের কাছে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্ট 'ইমপ্যাক্ট' নিয়ম সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে রোহিত বলেছেন, 'ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের আমি ভক্ত নই। এটা অলরাউন্ডারদের পেছনে টেনে ধরবে, আর দিন শেষে ক্রিকেট ১১ জনের খেলা, ১২ জনের নয়। আশপাশের মানুষের জন্য বিনোদনমূলক করার জন্য আপনি খেলা থেকে অনেক কিছু নিয়ে নিচ্ছেন।'
ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়মের কারণে রান উঠছে, দর্শকেরা বিনোদন পাচ্ছেন। তবে অলরাউন্ডারদের ওপর এর প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা এই নিয়ম শুরু থেকেই। এবার আইপিএলে যেমন চেন্নাইয়ের শিবম দুবে এক ওভার বোলিংও করেননি, হায়দরাবাদে ওয়াশিংটন সুন্দর তো ম্যাচই পেয়েছেন একটি। রোহিতও এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দররা বল করছে না, যেটা আমাদের জন্য ভালো নয়। সত্যি বলতে আমি এর ভক্ত নই। তবে এটা বিনোদনমূলক।'
রোহিতের এমন মন্তব্যের পর গিলক্রিস্টও নিয়মটি প্রসঙ্গে নিজের মত দেন, 'এটা বিনোদন যোগ করেছে। এটা মূলত দর্শকদের জন্যই। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট সফল কারণ, এটা ক্রিকেটের মূল বিষয়ের সঙ্গে আপস করেনি। এটা ১১ বনাম ১১ জনের খেলা, একই মাঠ, ফিল্ড রেস্ট্রিকশনও সমান, অর্থাৎ কোনো চমকের প্রয়োজন হয়নি। সম্ভবত এটা (ইমপ্যাক্ট নিয়ম) ভবিষ্যতের জন্য নয়।'
এর আগে গত পরশু দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ রিকি পন্টিংও ইমপ্যাক্ট-সাব নিয়ে কথা বলেন। পন্টিং বলেন, 'আমার মনে হয় দলগুলো যেভাবে ব্যাটিং করছে, এর পেছনে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়মের বড় প্রভাব আছে। গতকাল (১৫ এপ্রিল) দেখেছেন কীভাবে ট্রাভিস হেড ব্যাটিং করেছে। পরের ব্যাটসম্যানদের ওপর আত্মবিশ্বাস না থাকলে এভাবে ব্যাটিং করা যায় না।'

# সেই রুডিগারেই আনচেলত্তির 'দায়মোচন'

**আপনজন ডেস্ক:** টাইব্রেকারের শেষ শটে গোলটা করেই ভোঁ দৌড় লাগিয়েছেন আন্তনিও রুডিগার। সাইডলাইনের দিকে গিয়ে স্লাইড করার পর সতীর্থদের সঙ্গে আনন্দে মেতেছেন।
জয়সূচক গোল করার পর যে কেউ উদ্‌যাপনের মধ্যমণি হয়ে উঠবেন, এটাই স্বাভাবিক। রুডিগারের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চকর পেনাল্টি শুটআউটে রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডারের ওই গোলই তো চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে ছিটকে দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটিকে।
রুডিগার মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে যেমন সিটিকে ভড়কে দিয়েছেন, চমক দেখিয়েছেন উদ্‌যাপনেও। রিয়ালের সবাই যখন নিজেদের মধ্যে উদ্‌যাপন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন; রুডিগার তখন সেই জটলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়েছেন টাইব্রেকারের বিপরীত প্রান্তের গোলপোস্টের পেছনের গ্যালারির দিকে। এরপর বিজ্ঞাপন বোর্ডের ওপর দিয়ে লাফিয়ে মিশে গেছেন শুভ্রতায়।
বুঝতেই পারছেন, রুডিগারের কাছে রিয়াল সমর্থকেরাই সব। মাদ্রিদ থেকে ম্যানচেস্টারে উড়ে যাওয়া হাজার তিনেক সমর্থকেরাই কাল ছিলেন রিয়ালের অনুপ্রেরণার উৎস, উজ্জীবনী শক্তি। দলকে সেমিফাইনালে তোলার পর তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়তো আরেকটি বড় দায়িত্ব মনে হয়েছে রুডিগারের কাছে। মাঠে সবটুকু নিংড়ে দেওয়ার পর ভক্ত-সমর্থকদের এভাবে 'সারপ্রাইজ' দিতে পারেন বলেই তো তিনি 'বিশেষ একজন'।
তবে রুডিগার আসল বিশেষত্ব দেখিয়েছেন মাঠেই। শুধু টাইব্রেকারে রিয়ালকে সেমিফাইনালের টিকিট পাইয়ে দেওয়া গোলটা করেই নয়, ম্যাচের আগে যিনি প্রতিপক্ষ রক্ষণভাগের ঘুম হারাম করে দেন; সেই আর্লিং হলান্ডকে 'বোতলবন্দী' করে রেখেও। আগের সপ্তাহে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে খেলেছেন ৯০ মিনিট, কাল ইতিহাদে টাইব্রেকারের আগে নির্ধারিত সময় ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১২০ মিনিট। দুই লেগের যোগ করা সময় বিবেচনায় নিলে আরও অন্তত ১০ মিনিট। সিটির বিপক্ষে সব মিলিয়ে ২২০ মিনিট একই 'স্ট্যামিনা' নিয়ে খেলে গেছেন ৩১ বছর বয়সী এই জার্মান সেন্টার-ব্যাক।
কাল ম্যাচের আগে রুডিগার বলেছিলেন, হলান্ডকে আটকে রাখার ব্যাপারটা তাঁর কাছে ব্যক্তি পর্যায়ের লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। রুডিগার থাকলে রিয়ালের ডি বক্স যেন হলান্ডের কাছে হয়ে ওঠে কারাগার! তিনি মাঠে থাকলে হলান্ডের গোলবন্ধ্যাত্ব কাটবে না—বিষয়টি আঁচ করতে পেরে হয়তো নরওয়েজীয় স্ট্রাইকারকে কাল ৯০ মিনিট পরেই তুলে নিয়েছেন পেপ গার্দিওলা। তাঁর বদলি নামিয়েছেন হুলিয়ান আলভারেজকে। তবে লাভ হয়নি। হলান্ডকে নিজের বশে নিয়ে আসা রুডিগার আলভারেজকেও স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে দেননি। সিটির লেফট উইঙ্গার জ্যাক গ্রিলিশ কাল দারুণ খেলেছেন। কিন্তু গ্রিলিশের আক্রমণগুলো সাফল্যের মুখ দেখেনি রুডিগার দেয়াল তুলে দাঁড়ানোর কারণেই।
কাল ৫৬ বার বলে স্পর্শ করেছেন রুডিগার। সিটির খেলোয়াড়দের আক্রমণ রুখে দিয়েছেন ৯ বার, শট ঠেকিয়েছেন ৫ বার, পা ও মাথা মিলিয়ে বল বিপদমুক্ত করেছেন ৬ বার, বল পুনরুদ্ধার করেছেন ২ বার। অথচ একবারও ফাউল করেননি!
ম্যাচের ১২ মিনিটেই রদ্রিগোর গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। ইতিহাদে সিটিকে শুরুতেই গোল দেওয়া এরপর মৌচাকে ঢিল ছোড়ার মতোই সমার্থক হয়ে উঠেছিল। গার্দিওলার শিষ্যরা অনুমিতভাবেই রিয়ালকে মৌমাছির মতো ছেঁকে ধরেছেন। ফিল ফোডেন-জ্যাক গ্রিলিশদের একের পর এক আক্রমণে তটস্থ হয়ে উঠলেও কার্লো আনচেলত্তির দল ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ১-০ ব্যবধান ধরে রেখেছিল রুডিগার বুক চিতিয়ে লড়ে যাওয়ার কারণেই। কেভিন ডি ব্রুইনার সমতা ফেরানো গোলের মুহূর্তটা বাদে বাকি সময় রুডিগারে উজ্জীবিত রিয়াল দারুণভাবে রক্ষণভাগ সামলেছে।
রিয়ালের এই রক্ষণভাগও আসলে পূর্ণশক্তির নয়। হাঁটুর চোটে এদের মিলিতাওকে ৮ মাস মাঠের বাইরে কাটাতে হয়েছে (কাল বদলি নেমে খেলেছেন মাত্র ১০ মিনিট), লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া ডেভিড আলাবার তো মৌসুমই শেষ হয়ে গিয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণে কাল অরিলিয়েঁ চুয়ামেনিও খেলতে পারেননি।
তবে রুডিগার মাত্র কয়েক দিনেই রক্ষণভাগের সঙ্গীদের অভাব পূরণ করে হয়ে উঠেছেন দলের অপরিহার্য অংশ।
শুধু কি তা-ই? কাল টাইব্রেকারে সিটির দুটি পেনাল্টি ঠেকিয়ে ত্রাতা বনে যাওয়া আন্দ্রি লুনিনের একটিতে অবদান আছে রুডিগারেও।

# যে কারণে ৫৮ বছর বয়সে মাঠে ফিরছেন রোমারিও

**আপনজন ডেস্ক:** বয়স ৫৮, সর্বশেষ পেশাদার ফুটবল খেলেছেন ২০০৯ সালে। তার আগে অবশ্য ২০০৮ সালে অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার ইচ্ছাতেই এরপর কয়েকটি ম্যাচ খেলেন। ব্রাজিলের সেই রোমারিও এবার অবসর ভাঙছেন ছেলের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য। রোমারিও এখন আমেরিকা ফুটবল ক্লাবের সভাপতি। এই ক্লাবের হয়েই রিও ডি জেনিরোর স্টেট ফুটবল লিগের দ্বিতীয় বিভাগের প্রতিযোগিতা ক্যাম্পেনাতো ক্যারিওকা সিরি আ২ প্রতিযোগিতায় কিছু ম্যাচ খেলবেন ১৯৯৪ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার।
তার ছেলে ৩০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড রোমারিনিওকে গত মাসে দলে টেনেছে আমেরিকা। ২৩ বছরের পেশাদার ক্যারিয়ারে ১০০০-এর বেশি গোল করা রোমারিওর মতো তার ছেলেও স্ট্রাইকার। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবো' জানায়, মাঠে ফিরতে ইতিমধ্যে ক্যাম্পেনাতো ক্যারিওকা সিরি আ২-এ নাম নিবন্ধন করিয়েছেন রোমারিও। নিজেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে মাঠে ফেরার ঘোষণা দেন তিনি। তবে পুরো মৌসুম খেলবেন না। রোমারিও বলেন, 'আমার মাঠে ফেরায় চোখ রাখুন। পুরো চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আমার লক্ষ্য না। পছন্দের দল মেকাওয়ের (আমেরিকা ক্লাবের তকমা) হয়ে কিছু ম্যাচ খেলতে চাই। এর পাশাপাশি নিজের আরেকটি স্বপ্নও পূরণ করতে চাই: ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**